গ্রন্থপঞ্জি
(Bibliography)

আকর গ্রন্থাবলি :

১. পালিত, দিব্যেন্দু : অচেনা আবেগ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫

২. পালিত, দিব্যেন্দু : অনুভব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৪

৩. পালিত, দিব্যেন্দু : অনুসরণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০

৪. পালিত, দিব্যেন্দু : একদিন সারাদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩

৫. পালিত, দিব্যেন্দু : ওঠা কিংবা নামা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫

৬. পালিত, দিব্যেন্দু : দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫

৭. পালিত, দিব্যেন্দু : দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২

৮. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫

৯. পালিত, দিব্যেন্দু : বহুদূর অভিমান, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট, লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২

১০. পালিত, দিব্যেন্দু : ভোরের আড়াল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩

১১. পালিত, দিব্যেন্দু : মাইন নদীর জল, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৮৮

১২. পালিত, দিব্যেন্দু : মাত্র কয়েকদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮

১৩. পালিত, দিব্যেন্দু : মৌনমুখর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

১৪. পালিত, দিব্যেন্দু : যখন বৃষ্টি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২

১৫. পালিত, দিব্যেন্দু : সংঘাত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২

১৬. পালিত, দিব্যেন্দু : সেকেণ্ড হনিমুন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৩

১৭. পালিত, দিব্যেন্দু : সোহিনী এখন কোথায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট, লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২

১৮. পালিত, দিব্যেন্দু : হঠাৎ একদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১০

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

ক. বাংলা সহায়ক গ্রন্থ :

১. আচার্য, অনিল (সম্পাদিত) : ষাট - সত্তরের ছাত্র আন্দোলন, কলকাতা, অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৮

২. আচার্য, অনিল (সম্পাদিত) : সত্তর দশক (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, অনুষ্টুপ, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৪

৩. আফরিন, নীলিমা : বাংলাদেশের উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ (১৯৪৭-২০০০), ঢাকা, বাংলাদেশ, কথাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৪. কর, বিমল : আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৯২

৫. গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ : বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, কলকাতা, পাব্‌লভ ইনস্টিটিউট, জানুয়ারি, ১৯৯৯

৬. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ২০০২

৭. ঘোষ, নির্মল : নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১ মাঘ ১৪০১

৮. ঘোষ, বিনয় : মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, প্রথম দীপ সংস্করণ, জুন ২০২০

৯. চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ : কথাসাহিত্যের নতুনপাঠ, কলকাতা, সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮

১০. চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ : বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ, কলকাতা, বর্ণালী, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

১১. চক্রবর্তী, সুমিতা : উপন্যাসের বর্ণমালা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৩

১২. চক্রবর্তী, বিপ্লব (সম্পাদিত) : শৈলীচিন্তাচর্চা, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০০৩

১৩. চট্টোপাধ্যায়, ড. প্রবীরকুমার : জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য : ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে, কলকাতা, বেস্টবুকস, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ ১৯৯২

১৪. চৌধুরী, কমল (সম্পাদিত) : স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯

১৫. চৌধুরী, সিদ্ধার্থরঞ্জন (সম্পা.) : বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস, কলকাতা, উবুদশ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১

১৬. দত্ত, বীরেন্দ্র : বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

১৭. দত্ত, শিখা : আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প চর্চা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০২

১৮. দত্ত, সম্রাট : বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০

১৯. দাস, অমিতাভ : আখ্যানতত্ত্ব, কলকাতা, ইন্দাস, ২০১০

২০. দাস, অরূপকুমার : ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১২

২১. দাস, বেলা ও চৌধুরী, বিশ্বতোষ : বাংলা আখ্যান বহুমাত্রিক পাঠ, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১১

২২. নন্দী, ধীরেন্দ্রনাথ : মনের বিকার ও প্রতিকার, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮

২৩. পাল, রবিন : উপন্যাসের বর্ণময় ভুবন, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১১

২৪. পাল, রবিন : কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প, কলকাতা, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১১

২৫. পালিত, দিব্যেন্দু : আমাদের সময় এবং আমরা, কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০০৫

২৬. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রেমপত্র, কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৮

২৭. পালিত, দিব্যেন্দু : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১

২৮. পালিত, দিব্যেন্দু : সিনেমা হওয়া গল্প, কলকাতা, সপ্তর্ষী প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১

২৯. পালিত, দিব্যেন্দু : সেরা দিব্যেন্দু, কলকাতা, সপ্তর্ষী প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫

৩০. পুরকাইত, উত্তম (সম্পাদিত) : রমাপদ চৌধুরী : বৈচিত্র ও অনুসন্ধান, হাওড়া,

উজাগর প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯

৩১. ফ্রয়েড, সিমমুন্ড : মনোবিশ্লেষণ, ভাষান্তর-সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা, বাংলাদেশ, হাওলাদার প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

৩২. ফ্রয়েড, সিমমুন্ড : মনঃ সমীক্ষণের ভূমিকা : স্বপ্ন, ভাষান্তর-অরূপরতন বসু, ঢাকা, বাংলাদেশ, হাওলাদার প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০০০-২০০১

৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩

৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : উত্তরপ্রসঙ্গ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৬

৩৬. ভট্টাচার্য, জগদীশ : আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, কলকাতা, ভারবি, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭

৩৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর : আখ্যানের স্বরান্তর, কলকাতা, দিবারাত্রির কাব্য, ২০০৭

৩৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর : আখ্যানের সাতকাহণ, মেদিনীপুর, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০১০

৩৯. ভট্টাচার্য, তপোধীর : আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর, কলকাতা,

পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪

৪০. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের প্রতিবেদন, কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯

৪১. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১২

৪২. ভট্টাচার্য, তপোধীর : প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, মেদিনীপুর, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৭

৪৩. ভট্টাচার্য, দেবীপদ : উপন্যাসের কথা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৩

৪৪. ভট্টাচার্য, বীতশোক : কথাজিজ্ঞাসা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪

৪৫. ভট্টাচার্য্য, ড. সুধীন্দ্রনাথ : উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র, কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, মার্চ ২০০৩

৪৬. মজুমদার, অভিজিৎ : চণ্ডীমঙ্গল (আখেটিক খণ্ড) : সংগঠন ও শৈলী বিচার, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫

৪৭. মজুমদার, অভিজিৎ : শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬

৪৮. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮

৪৯. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : পঞ্চাশের দশকের কথাকার, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

৫০. মজুমদার, ড. সমরেশ : বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর (১৯২৩-৪৭), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮

৫১. মজুমদার, পরেশচন্দ্র; মজুমদার, অভিজিৎ : বাংলার সাহিত্যপাঠ : শৈলীগত অনুধাবন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১০

৫২. মজুমদার, বিমলকুমার : সাহিত্যবিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

৫৩. মজুমদার, সঙ্গীতা : দুই দশকের বাংলা উপন্যাস (১৯৫০-১৯৭০), কলকাতা, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২

৫৪. মণ্ডল, ড. জহর এ. : মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯

৫৫. মান্না, গুণময় : বাংলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক, কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৫

৫৬. মিশ্র, পুষ্পা (সম্পাদিত) : সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮

৫৭. মিশ্র, সুতপা; মিত্র, মাধবেন্দ্র : ফ্রয়েড : মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, কলকাতা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ২০০৫

৫৮. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর

বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪

৫৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪

৬০. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে : বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯

৬১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : লেখকের মুখোমুখি, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯

৬২. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার : বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মে, ২০১৩

৬৩. রায়, অপূর্বকুমার : শৈলীবিজ্ঞান, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯

৬৪. রায়, অলোক : সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য, কলকাতা, সাহিত্যলোক, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৩

৬৫. রায়, অলোক : বাংলা উপন্যাস : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০০

৬৬. রায়, দেবেশ : উপন্যাস নিয়ে, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩

৬৭. রায়, দেবেশ : উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, কলকাতা,

দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৬

৬৮. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৯

৬৯. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৪

৭০. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : বাংলা কথাসাহিত্যের প্রকরণ ও প্রবণতা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯

৭১. লাহা, চিত্তরঞ্জন : মূল্যবোধ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭

৭২. শ', রামেশ্বর : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

৭৩. সরকার, সুনীলকুমার : ফ্রয়েড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, তৃতীয় প্রকাশ, মার্চ ১৯৯০

৭৪. সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত) : আলব্যের কামু, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪

৭৫. সামন্ত, সুবল : বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অন্বীক্ষা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

৭৬. সামন্ত, সুবল : বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা (৩য় খণ্ড), কলকাতা, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪

৭৭. সিকদার, অশ্রুকুমার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮

৭৮. সিংহ রায়, জীবেন্দ্র : কল্লোলের কাল, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৮

৭৯. সেন, অঞ্জন; সিংহ, উদয়নারায়ণ : উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা, রক্তকরবী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৩

৮০. সেন, নবেন্দু : বাংলা গদ্য স্টাইলিসটিকস, বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মহাদিগন্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১

৮১. সেন, নবেন্দু : শৈলীবিদ্যার আলোয় বাংলা কবিতা, কলকাতা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১১

খ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ :

১. Benvenuto, Bice; Kennedy, Roger : The Works of Jacques Lacan, an introduction, FAB, 1986

২. Coleman, James C. : Abnormal Psychology and Modern Life, Printed and Published by Russi. J. Taraporevala for D.B. Taraporevala sons & Co. Bombay, Forth Indian Reprint 1975

৩. Edel, Leon : The Modern Psychological Novel, New York, Grosset & Dunlop, 1964

৪. Ellis, Havelock : Psychology of Sex, London, Pan Books Limited, First published 1933

৫. Freud, Sigmund : Anxiety and Instinctual life, New Introductory Lectures, The complete Introductory Lectures on psycho-analysis, translated & edited by James strachey, George Allen & Unwin Ltd. London, 1971

৬. James, William : Principles of Psychology, Great Books of the Western World : 53 William Berton, Chicago, 1952

৭. Jung, C. G. : Collected Papers on Analytical Psychology, edited by Dr. Constance E. Long, Moffat Yard and Company, New York, Second Edition -1917

৮. Jung, C. G. : The Modern Man in Search of a Soul, Translated by W. S. Dell and Cary F. baynes, printed by great britian by Lund Humphrise, London, Bradford, Reprinted-1961

৯. Jung, C. G. : Two Essays on Analytical Psychology,

translated from the German by R. F. C. Hull, New York, Second Edition -1966

গ. সহায়ক পত্র-পত্রিকা :

১. কর্মকার, লক্ষ্মণ (সম্পাদিত) : সৃজন (ছোটগল্প বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা), পশ্চিম মেদিনীপুর, আগষ্ট ২০১৯

২. গঙ্গোপাধ্যায়, স্বাতী (সম্পাদিত) : কৃত্তিবাস (নবপর্যায়), উনসত্তর সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি - মার্চ ২০১৯

৩. চক্রবর্তী, কল্যান (সম্পাদিত) : দরবারি সাহিত্য পত্রিকা, দিব্যেন্দু পালিত সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৯১

৪. চট্টোপাধ্যায় ও সোম; (সম্পাদিত) : নীলাঞ্জন ও দেবকুমার — কৃত্তিবাস (মাসিক), কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯

৫. দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত) : বইয়ের দেশ, দিব্যেন্দু পালিতের মুখোমুখি, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬

৬. দে, অমর (সম্পাদিত) : গল্পসরণি, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা : দুই, কলকাতা, দ্বাবিংশতি বর্ষ : বার্ষিক সংকলন ১৪২৪/২০১৮

৭. ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, শারদীয়, ১৪০০

৮. মিত্র, সুহৃদচন্দ্র (সম্পাদিত) : চিত্ত (মনোবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা), ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৮

৯. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি - মার্চ ২০০৩

১০. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১

১১. সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত) : এবং মুশায়েরা, উপন্যাস বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, শারদীয়, ১৪১৪

১২. সেনগুপ্ত, সুমন (সম্পাদিত) : দেশ, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি ২০১৯

পরিশিষ্ট-১

কালপঞ্জি

১৯৩৯	—	বিহারের ভাগলপুরে দিব্যেন্দু পালিতের জন্ম।
১৯৫৩	—	স্থানীয় দুর্গাচরণ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন।
১৯৫৫	—	'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'রবিবাসরীয়'তে প্রথম ছোটগল্প 'ছন্দ-পতন' প্রকাশিত হয়।
১৯৫৫-১৯৫৬	—	'দেশ' পত্রিকায় প্রথম কবিতা 'তোমার ভালোবাসা' প্রকাশিত হয়।
১৯৫৮	—	লেখকের পিতৃবিয়োগ এবং কলকাতায় আগমন।
১৯৫৯	—	প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ' প্রকাশিত হয়।
১৯৬০	—	প্রথম গল্পসঙ্কলন গ্রন্থ 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি' প্রকাশিত হয়।
১৯৬১	—	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ পাশ করেন। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় সাব এডিটরের কাজে যোগ দেন।
১৯৬২	—	দ্বিতীয় উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস' প্রকাশিত হয়।
১৯৬৪	—	কল্যাণী পালিতের সঙ্গে বিবাহ। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার চাকরি থেকে ইস্তফা দেন।
১৯৬৫	—	১৯৬৫ সালে যোগ দেন বিপণন ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত পেশায়।
১৯৭০	—	প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাজার বাড়ি অনেক দূরে' প্রকাশিত হয়।
১৯৭১	—	প্রথম আত্মজৈবনিক প্রবন্ধ 'প্রেমপত্র' প্রকাশিত হয়। 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসটি প্রকাশিত।
১৯৭৮	—	আমেরিকা এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করেন।
১৯৮৪	—	শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'সহযোদ্ধা' প্রকাশিত হয় এবং এর জন্য আনন্দ পুরস্কার পান। 'শুক্রে শনি' ও 'আলমের নিজের বাড়ি' গল্পগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়।
১৯৮৬	—	'সহযোদ্ধা' উপন্যাসের জন্য রামকুমার ভূয়ালকা পুরস্কার প্রাপ্তি।
১৯৮৭	—	'আনন্দবাজার' পত্রিকায় সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর রূপে যোগ

দেন। যুক্ত হন 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়' বিভাগ এবং সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদনার সঙ্গে।

১৯৯০ — 'ঢেউ' উপন্যাসের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পান।

১৯৯২ — জার্মানি ভ্রমণ।

১৯৯৩ — আন্তর্জাতিক উপন্যাস 'অনুভব' প্রকাশিত হয়।

১৯৯৬ — 'শতবর্ষে চলচ্চিত্র' (প্রথম খণ্ড) নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন নির্মাল্য আচার্য্যের সঙ্গে।

১৯৯৮ — 'অনুভব' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। এছাড়াও চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার হিসেবে পান Bengal Film Journalists' Association Award। 'শতবর্ষে চলচ্চিত্র' (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হয়।

১৯৯৯ — ইতালি ভ্রমণ।

২০০১ — 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

২০০২ — কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। শেষ প্রবন্ধগ্রন্থ 'সিনেমা থিয়েটার' প্রকাশিত হয়।

২০০৩ — শেষ উপন্যাস 'একদিন সারাদিন' এবং শেষ কাব্যগ্রন্থ 'সতর্কবার্তা' প্রকাশিত হয়।

২০১৯ — হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন।

পরিশিষ্ট-২

বংশতালিকা

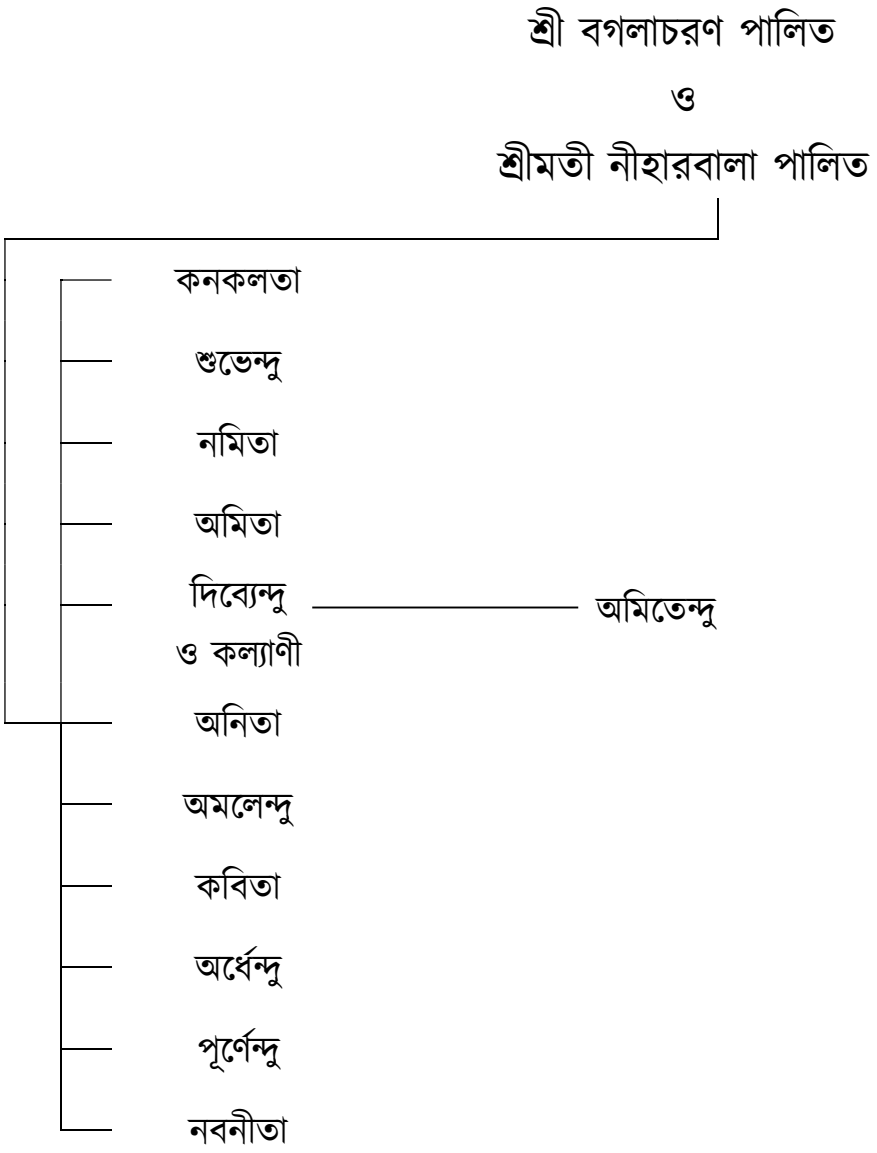

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থনাম :

অ

অচেনা আবেগ – ২৬, ২৭, ৬৭, ৭২
অজ্ঞাতবাস – ২১৩
অদ্য শেষ রজনী – ২০১
অনুভব – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৬২, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৯৪, ৯৯, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৯, ১৯১, ১৯৮, ২১৪
অনুসরণ – ১৯, ২৬, ২৭, ৫৩, ৬৩, ৬৫, ৭৫, ১১৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৯৫, ১৯৬, ২১৪
অন্তর্ধান – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৫৩, ৬৩, ৬৪, ১১৬, ১৬৫, ১৭৬, ২১৪
অন্ধকার পেরিয়ে – ১৪
অপরাহ্ণ – ১৯১, ১৯২
অপারেশন বসাই টুডু – ২১৩
অবসর – ১৫
অবৈধ – ২৬, ২৭, ৫৩, ৬৯, ৯৬, ১৪৪, ১৬৪, ১৬৯, ১৯১, ১৯২
অমৃত হরিণ – ১৬
অরণ্যে আদিম – ১৯৪
অরণ্যের দিনরাত্রি – ২০২
অহংকার – ২৬, ৩৮, ১১২, ১২৫, ১৬৯, ১৮১

আ

আড়াল – ২৬, ২৭, ৫৩, ৫৬, ৬৯, ৯৩, ৯৪, ১৬৪, ১৭৭, ১৯১
আত্মপ্রকাশ – ১৯৬, ২০২, ২০৩
আমরা – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৯, ১০৫, ১২৪, ১৪২, ১৬১, ১৬৭, ১৭১, ১৭৩, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৯৮, ২০০, ২০৫, ২০৬
আরো একজন – ১৯০, ১৯৩
আলমের নিজের বাড়ি – ১৪
আহত অর্জুন – ১৬

ঈ

ঈশ্বরীতলার রূপোকথা – ২০১, ২০২

উ

উড়োচিঠি – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৯, ৫১, ১১১, ১১৫, ১৬৪, ১৭৭, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ২১৫

এ

একক দশক শতক – ২০৮
একক প্রদর্শনী – ১৯০
একটি মন্দিরে জন্ম ও মৃত্যু – ১৫
একদা – ৪৮
একদা ক্রিকেট – ২০০

একদা ট্রেনে – ২১২
একদিন সারাদিন – ২৬, ২৭, ৬৭, ১৬৩, ১৬৯, ২১৫
এম্পিয়ারিং – ২০০
একা – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪১, ১০৯, ১৪৩, ১৪৫, ১৬৫, ১৬৯, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৪, ১৯৮
এখনই – ২০৩
এখন আমার আর কোনো অসুখ নেই – ১৯০
এখানে বিরাজি শুয়ে আছে – ২০১, ২০২

ও

ওঠা কিংবা নামা – ৭৮, ১০০

ক

কড়ি দিয়ে কিনলাম – ২০৮
কিছু স্মৃতি, কিছু অপমান – ১৬
কুবেরের বিষয় আশয় – ২০১
কেরানী পাড়ার কাব্য – ১৯২

খ

খড়কুটো – ১৯২
খারিজ – ১৯৩, ১৯৪
খেলা – ১৫
খোয়াই – ১৯২

গ

গন্ধের আবির্ভাব – ১৫
গৃহবন্দী – ২৬, ২৭, ৪৯, ৫৩, ৫৫, ১১১
গ্রহণ – ১৯২, ১৯৩

ঘ

ঘরবাড়ি – ২৬, ২৭, ৫৩, ৫৬, ৯৩, ৯৪, ১২৫, ১৮৫
ঘরে বাইরে – ৪৮
ঘুণপোকা – ১৯৮, ২০৫, ২০৬

চ

চন্দনেশ্বর জংশন – ২০১, ২০২
চরিত্র – ২৬, ২৭, ৩৮, ৫২, ১০৮, ১২৪, ১৪৪, ১৭৫, ১৭৭
চার অধ্যায় – ৪৮
চিলেকোঠা – ১৫
চেনামহল – ২০৮

ছ

ছন্দপতন – ১৩, ১৪
ছাগল বিষয়ে দু-চার কথা – ১৫
ছাদ – ১৯৪, ১৯৬

জ

জাগরী – ৪৮
জীবন যেরকম – ২০৩, ২০৮

ঢ

ঢেউ – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৪৫, ৫৩, ৬১, ১১০, ১৪৫, ১৮৩, ২০৩, ২১৪

ত

তিন পুরুষ – ৪৮
তৃতীয় ভুবন – ১৯৬, ২২১

তোমার ভালোবাসা – ১৬

দ

দম্পতী – ২০৮
দাঁত – ১৫
দুঃসময় – ১৫
দূরবীন – ২০৭
দূরভাষিণী – ২০৮
দেওয়াল – ১৯০
দেহমনের বৈতালিক – ১৯
দ্বাদশ ব্যক্তি – ১৯০, ১৯৮

ধ

ধুলো মাটি – ২১১

ন

নক্ষত্রের রাত – ১১৮
ননীদা নট আউট – ২০০
নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান – ১৯০, ১৯১
নিয়ম – ১৩, ১৪
নির্বান্ধব – ২০১
নির্বাসন, নয় নির্বাচন – ১৬

প

পথের পাঁচালী – ৫
পথের দাবী – ৪৮
পরস্ত্রী – ২০১
পরাজিত সম্রাট – ১৯৩
পরিচয় – ১৯২
পারাপার – ১৯৬, ২০৫, ২০৬
পুতুল নাচের ইতিকথা – ২০
পুরুষ – ৬৪
পূর্ণ-অপূর্ণ – ১৯২
প্রণয়চিহ্ন – ২৬, ২৭, ২৮, ৩৬, ৯২, ১২১, ১২২, ১৩৯, ১৬২, ১৬৮, ১৮০, ২১০
প্রতিদ্বন্দ্বী – ২০৩, ২০৪
প্রতিনায়ক – ১৫
প্রথম কদমফুল – ২০৮
প্রথম প্রহর – ১৯৩
প্রেমপত্র – ১৯

ব

বড় ছেলে ছোট ছেলে – ১৬, ১১৫
বনপলাশির পদাবলী – ১৯৩
বন্যাকন্যা – ২০৮
বহুদূর অভিমান – ২৬, ৬৭, ৭৭, ১৫২, ১৮৪
বাড়ি বদলে যায় – ১৯৪, ১৯৬
বাহিরি – ১৯৪, ১৯৫
বারো ঘর এক উঠোন – ২০৮
বিনিদ্র – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৫, ৪৭, ৬২, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১৪৫, ১৬৪, ১৯৮, ২০৩
বিবর – ২০৩
বিবাহবার্ষিকী – ২১১
বৃষ্টির পরে – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪০, ১১০, ১৬৪, ২০৯

ভ

ভুবনেশ্বরী – ১৯২

ভেবেছিলাম – ২৬, ২৭, ৩১, ১০১, ১৬১, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০, ১৯৬, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬
ভোরের আড়াল – ২৬, ৬৭, ১২৯, ২০৪

ম

মধ্যরাত – ২৬, ২৭, ২৮, ৩৫, ৬৩, ৯১, ১২৭, ১৬১, ১৬৭
মহাদশায় – ১৫
মহানগর – ২০৮
মাইন নদীর জল – ২৬, ৫৭
মাছ – ১৫
মাড়িয়ে যাওয়া – ১৫
মাত্র কয়েকদিন – ২৬, ৬৭, ৭৩, ১৪৭, ১৫০, ১৬৯, ১৮৪
মানবজমিন – ২০৫, ২০৭
মানুষের মুখ – ১৫
মায়াতরু – ১৪
মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ – ১৪, ১৫
মূকাভিনয় – ১৪, ১৫
মৌনমুখর – ২০, ২৬, ২৮, ৬৭, ৬৮, ১৮৪, ২০২

য

যখন বৃষ্টি – ২৬, ৬৭, ৭৭, ১৫২
যদুবংশ – ২০৩
যুগ যুগ জিয়ে – ২১২

র

রজত জয়ন্তী – ১৪
রাজার বাড়ি অনেক দূরে – ১৬
রোম আর রম্য – ১৯

ল

লজ্জা – ১৯৩, ১৯৪
লালবাঈ – ১৯৩

শ

শতবর্ষে চলচ্চিত্র – ২০, ৬৭
শব্দ চাই, দাও – ১৬
শব্দের খাঁচায় – ২১২
শাহজাদা দারাশুকো – ২০১
শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি – ১৪, ১৫
শুক্রে শনি – ১৪
শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে – ৪৮
শোকসভা – ১৫
শ্যাওলা – ২০৫, ২১২
শ্রীকান্ত – ৫

স

সংঘাত – ২৬, ২৭, ৬৭, ৬৯, ৯৪, ৯৮, ১০০
সঙ্গ ও প্রসঙ্গ – ১৯
সতর্কবার্তা – ১৬
সন্ধিক্ষণ – ১৮, ২৬, ২৭, ৩৮, ১০২, ১১৬, ১২৩, ১২৫, ১৪৫, ১৬৩, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৯৮, ২০৫, ২১৪
সবুজগন্ধ – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৩, ৯৩, ১৭০

সম্পর্ক – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৫, ৪৭, ৬২, ১০৪, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১৪১, ১৪৪, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০, ১৯৮, ২০৩
সহযোদ্ধা – ২৬, ২৭, ৪৯, ৫৩, ৬৩, ৬৯, ১০০, ১২৭, ১২৮, ১৬২, ১৬৪, ১৮১, ১৯১, ২১৪
সাদা দেওয়াল – ১৯৩
সাহিত্যের পথে – ১৮৯
সিতাংশু – ১৫
সিনেমা থিয়েটার – ১৯
সিনেমায় যেমন হয় – ২৬, ২৭, ৪৫, ৫৩, ৫৯, ১৬৯
সিন্ধু বারোয়াঁ – ১৭, ২৬, ২৭, ২৮, ৮৭, ১১৯, ১২০, ১৩৬, ১৪০, ১৪১, ১৬০, ১৬৮, ১৭৫, ১৮০
সীমানা – ১৫
সেকেন্ড হনিমুন – ২৬, ২৭, ৬৭, ৭৫, ১৫২, ১৬৯
সেদিন চৈত্রমাস – ২৬, ২৮, ৩০, ৮৮, ৯৩, ১২০, ১৩৭, ১৬১, ১৬৮, ১৬৯, ১৮২
সোনালী জীবন – ২৬, ২৮, ৫৩, ৬০, ৯৪, ৯৭, ১২৬, ১৪৫, ১৪৬, ১৭০, ১৭৫, ১৭৮, ১৮০
সোহিনী এখন কোথায় – ২৬, ৬৩, ৬৭, ৭৫, ১১৮, ১৫৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৮৩, ১৯৫, ১৯৬, ২১৪
স্টপার – ২০০
স্ট্রাইকার – ২০০
স্বর্গের আগের স্টেশন – ২০১
স্বর্গের পাশের বাড়ি – ২০১
স্মৃতির মতন কিছু – ১৬

হ

হঠাৎ একদিন – ২৬, ২৭, ৬৭, ৭৩, ৭৪, ১৩৫, ১৪৮, ১৫০
হাওয়া গাড়ি – ২০১
হাজার চুরাশির মা – ২১৩
হিন্দু – ১৪

ব্যক্তিনাম :

অ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত – ২০৮

অনুরূপা দেবী – ১০

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় – ১৯৯

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত – ৬

অসীম রায় – ২১২

আ

অ্যাডলার – ১৩৫

ই

ইয়ুং – ১৩৫, ১৪১, ১৪৯, ১৫০, ১৫১

উ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় – ১০

এ

এড্ওয়ার্ড দুজারদিন – ১৪৬

এরিক ফ্রম – ১৩৫

ও

ওয়েনার রেফিল্ড – ৬

ক

কাফ্কা – ২১

কাম্যু – ২১, ২২, ১৭০

গ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র – ২১৩

গুস্তাভ ফ্লবেয়ার – ১৩৫

গোপাল হালদার – ৪৮, ১৩৫

জ

জগদীশ গুপ্ত – ১৩৫

জাক লাকাঁ – ১৩৫, ১৪৪, ১৪৫

জীবনানন্দ দাশ – ১৬, ১১৪, ১৭৯

জেন অস্টেন – ৬

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী– ১২, ২০৮

ট

টলস্টয় – ১৩৫

ড

ডিকেন্স – ৬

ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ান – ৬

ত

তপোবিজয় ঘোষ – ২১৩

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় – ৬, ১২, ১৩৫

দ

দস্তয়েভস্কি – ২১, ১৩৫

দিব্যেন্দু পালিত – ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৪, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯২, ৯৪,

৯৫, ৯৯, ১০১, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৪, ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ২০২, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১৩, ২১৪, ২১৫
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় – ১৮৯, ১৯৬, ২১১
দেবেশ রায় – ১৮, ৪৮, ২০৫

ধ

ধনঞ্জয় বৈরাগী – ২০৮
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় – ১৩৫

ন

ননী ভৌমিক – ২০৮, ২১১
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য – ৬
নরেন্দ্রনাথ মিত্র – ৬, ৮, ১২, ১৯, ২০৮
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় – ৬, ১৪, ২১, ২১৩
নিরুপমা দেবী – ১০
নির্মাল্য আচার্য্য – ২০

প

পবিত্র সরকার – ১৫, ২১
প্রেমেন্দ্র মিত্র – ১৫

ফ

ফাদার ফালো – ৬
ফ্রয়েড – ১৩৫, ১৪৪, ১৪৫

ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – ৬, ১৩৫, ১৭৯
বনফুল – ৪, ১১, ১২
বরেন গঙ্গোপাধ্যায় – ১৮, ২০৫
বিভাস চক্রবর্তী – ৬৭
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৪, ৫, ৬, ১০, ১২
বিমল কর – ৮, ১২, ১৩, ১৪, ১৮, ২১, ৩৬, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ২০৩, ২০৮
বিমল মিত্র – ২০৮
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত – ১৫
বুদ্ধদেব বসু – ৬, ৮, ১২, ১৮, ১৯, ২১, ১৩৫, ১৭৯

ভ

ভার্জিনিয়া উলফ্ - ১৩৫
ভ্লাদিমির নবোকভ – ১৩৫

ম

মতি নন্দী – ১৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০৫
মনোজ মিত্র – ৬৭
মপাসাঁ – ৬
মহাশ্বেতা দেবী – ৪৮, ২১৩
মাদার আতোঁয়ানি – ৬

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় – ৬, ১২, ২০, ১৩৫
মার্ক্স – ১৩৫
মৃণাল সেন – ৬৭

র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ৬, ১২, ৪৮, ১৩৫, ১৭৯, ১৮৯, ১৯৯
রমাপদ চৌধুরী – ৮, ৪৫, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৬, ২০৩

ল

লরেন্স – ১৩৫
লেওন এডেল – ১৪৩

শ

শক্তি চট্টোপাধ্যায় – ১৮
শঙ্খ ঘোষ – ১৮
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৩৫, ১৭৯
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় – ১০, ১৮, ১৮৯, ১৯৬, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১২
শৈবাল মিত্র – ২১২, ২১৩
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় – ১৮, ১৮৯, ২০১, ২০২

স

সতীনাথ ভাদুড়ী – ১২, ৪৮
সন্তোষ কুমার ঘোষ – ৬, ৮, ১২, ১৪
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় – ১৮৯, ১৯০
সমরেশ মজুমদার – ২১২
সমরেশ বসু – ১২, ১৯, ৪৮, ২০৩, ২১২
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় – ১৯৭, ২০৫, ২১৪
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত – ৬, ১৯৭
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় – ১৮, ১৮৯, ১৯৬, ২০৩, ২০৪, ২০৯
সুবোধ ঘোষ – ৬, ১৩, ২১
সুভাষ মুখোপাধ্যায় – ৬০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ – ১৮, ২১৩
স্বর্ণ মিত্র – ২১২

হ

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় – ১১
হেনরি জেমস – ১৩৫

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৬ পৃ.
তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৩১ সংখ্যা, মার্চ, ২০২১

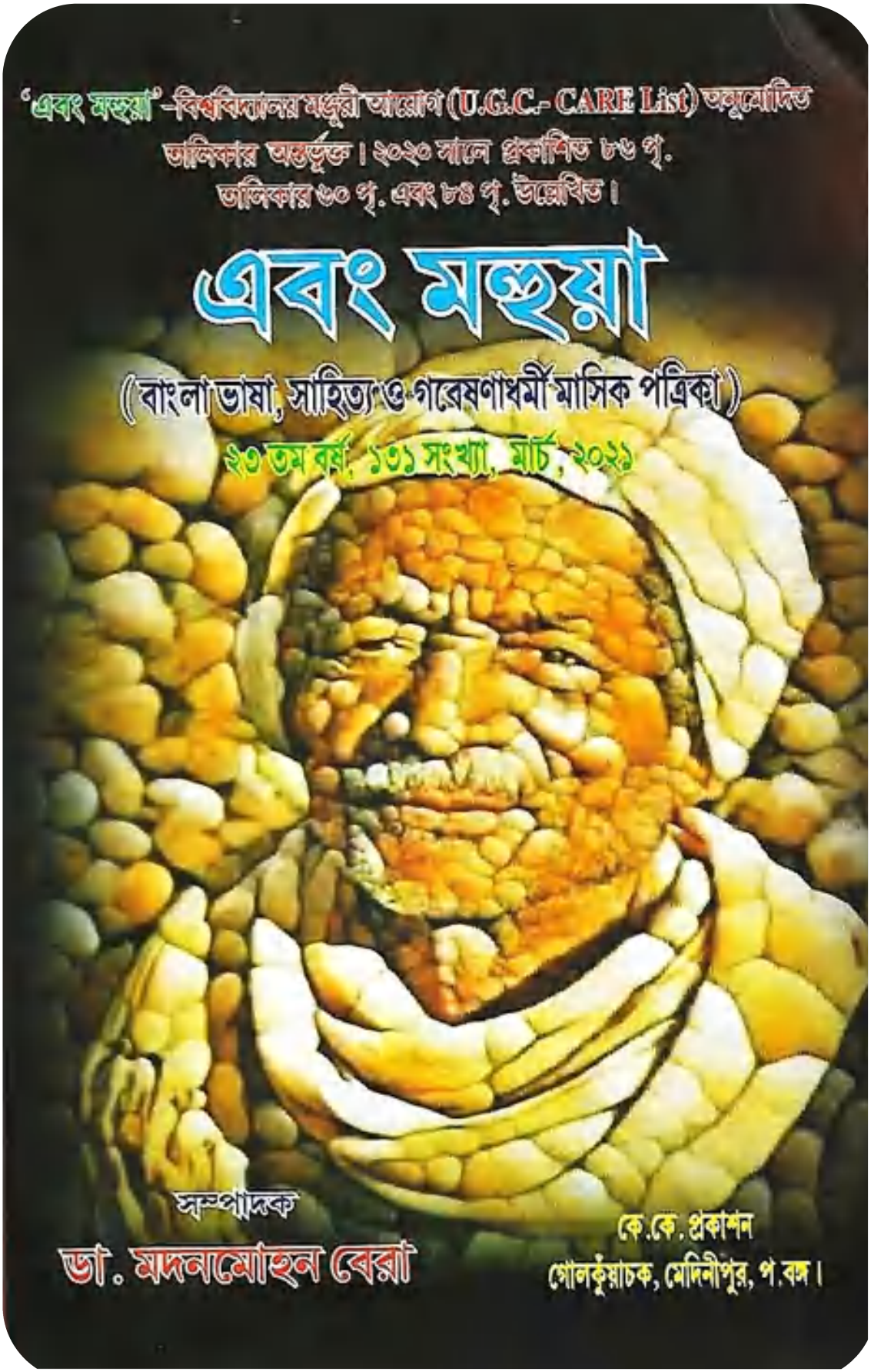

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২০সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩তম বর্ষ, ১৩১ সংখ্যা
মার্চ,২০২১

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

সূচিপত্র

১.পূর্ব মেদিনীপুরের লোকবিশ্বাসে লৌকিক দেবদেবীর স্থান :
একটি পর্যালোচনা :: মুক্তেশ্বর দাস.....৯
২.রমেশ চন্দ্র সেনের উপন্যাস 'পূর্ব থেকে পশ্চিমে' :
দেশ ভাগের গোটা ইতিবৃত্ত :: অচিন্ত্য সে.....১৮
৩.রামকৃষ্ণদেবের চতুর আর্যসত্য :: অভিজিত মণ্ডল.....২৮
৪.পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ :
প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' :: বরুণ সীট.....৩৬
৫.ভস্মপুতুল : সঙ্গ নিঃসঙ্গতার চরিত্রশালা :: বিমান দাস.....৪১
৬.জৈব সৌর কোষ : সংক্ষিপ্ত আলোকপাত
:: বিশ্বজিৎ হালদার.....৪৭
৭.নাট্যচর্চার আঙিনায় পশ্চিম বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলের
নাট্যচর্চার অবদান :: দীপক মুদি.....৫৪
৮.চাকমা উপজাতির সমাজজীবন ও সংস্কৃতি : 'গোমতী'
উপন্যাসের আলোকে :: চাঁদমালা খাতুন.....৬২
৯.সাহিত্যে নারী : প্রসঙ্গ বারাঙ্গনা ও যৌনতা
:: দেবাশিস সরদার.....৭০
১০.মূল্যবোধ ও সুস্থ সমাজ : প্রেক্ষাপট কাণ্টের নীতিতত্ত্ব
:: ভবেশ গায়েন.....৭৪
১১.গণনাট্য সংঘের নাটকে তেভাগা-কৃষক আন্দোলন
:: অর্পণ দাস.....৮০
১২.শ্রীঅরবিন্দ ও ভারতীয় সংস্কৃতি :: অজয় কুমার দাস.....৮৯
১৩.অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাস :
লোকভাষা সন্ধান :: আতোয়ার হোসেন.....১০২
১৪.রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ':
বাংলা কাব্য দর্শনের প্রথম পাঠ :: গোপাল ঘোষ.....১১৩
১৫.বিবর্তনের স্রোতে বাংলা ছোটো পত্রিকা : লিটল
ম্যাগাজিন থেকে ওয়েবজিন :: জয় চক্রবর্তী.....১২২
১৬.প্রাদেশিক ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ ও অনুসরণ
:: কৈলাশপতি সাহা.....১২৮

১৭.নদীয়া জেলার আদিবাসী সমাজ :: কৃত্তিবাস দত্ত.....১৩৭
১৮.বাণী বসুর উপন্যাসে ভারতকথার নবনির্মাণ
:: মধুমিতা রক্ষিত.....১৫১
১৯.নীতিবিদ্যার আলোকে রোগী –চিকিৎসক সম্পর্ক
:: মন্দ্রিতা ভট্টাচার্য আইচ.....১৬৬
২০.পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশগত স্বাস্থ্য আন্দোলনের ইতিহাস :
প্রসঙ্গ চিকিৎসা-বর্জ্য দূষণ :: নটরাজ মালাকার.....১৭১
২১.কৃষক আন্দোলন : স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটক
:: পাপিয়া নস্কর.....১৭৭
২২.স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু নারী সমাজ ও
সমকালীন রাজনীতি : একটি পর্যালোচনা:: পায়েল নন্দী.....১৮৬
২৩.মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের স্বর ও সংকেট : প্রসঙ্গ কবি
বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' :: পিংকি বর্মণ.....১৯৪
২৪.শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস নিবিড়পাঠে::রাজীব ঘোষ.....২০২
২৫.ঔপনিবেশিক শাসনকালে উত্তরবঙ্গের রাভা সমাজের
রূপান্তরের উৎস সন্ধানে :: রমেশ চন্দ্র বর্মন.....২০৮
২৬.দিব্যেন্দু পালিতের 'সহযোদ্ধা' : আদিত্যর প্রতিবাদী সত্তা
:: রবীন্দ্র কুমার বর্মন.....২১৬
২৭.উত্তর আধুনিকতা : জয় গোস্বামী
:: সাজিত হোসেন দফাদার.....২২১
২৮.উপনিষদ সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধ
:: সঞ্চিতা কুণ্ডু.....২২৬
২৯.জন্মশতবর্ষ-উত্তর রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বান্দ্বিকতা :
'অমৃত' ও 'দেশ' পত্রিকা :: সন্ধ্যা মন্ডল.....২৩২
৩০.ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'হাড়' পর্যবেক্ষণ
:: সারমিন রহমান.....২৩৮
৩১.প্রসঙ্গ সংরক্ষণ : স্বাধীনতোত্তর পর্বের একটি রূপরেখা
:: সেন্টু কোনাই.....২৪৩
৩২.একুশ শতকের প্রেম চেতনা :: শুভব্রত মাইতি.....২৫৩
৩৩.বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ব্যবহার
ও তাৎপর্য : প্রসঙ্গ 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' :: স্বরূপ হালদার.....২৫৬
৩৪.দলিত আন্দোলন ও ড: বি. আর. আম্বেদকর

দিব্যেন্দু পালিতের 'সহযোদ্ধা':আদিত্য-র প্রতিবাদী সত্তা

রবীন্দ্র কুমার বর্মন

"মানুষ মেরেছি আমি— তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; " ('১৯৪৬-৪৭' / জীবনানন্দ দাশ)

দিব্যেন্দু পালিতের 'সহযোদ্ধা' (১৯৮৪) উপন্যাসের নায়ক আদিত্য রায় এরকমই একজন নিহত মানুষের ভাই হয়ে উঠেছেন। তার বিবেকে গেঁথে গেছে একটি ঘটনা। সে একটি গুপ্ত রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ডের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। সে চায় গুপ্ত ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসুক এবং ক্রমশ তা হয়ে উঠুক আলোচনা ও প্রতিবাদের বিষয়।

'সহযোদ্ধা' উপন্যাসটি আটের দশকের গোড়ায় রচিত। কিন্তু এর পটভূমিতে রয়েছে ছয়-সাতের দশকের নকশাল আন্দোলন। চারিদিকে তখন বারুদের গন্ধ। ষোলো থেকে ছত্রিশ বছর হলেই পুলিশ এনকাউন্টার করে। তবুও যুবশক্তি শোষণশক্তির হাত থেকে মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। এই টালমাটাল রাজনৈতিক হাওয়ার ঝড় আদিত্য রায়ের গায়েও লেগেছিল। তবে রাজনীতির কোনো মতাদর্শ এখানে নেই। উপন্যাসের পরিণতিতে স্থায়িত্ব লাভ করেছে আদিত্যর বিবেক।

একদিন ভোরে মর্নিং-ওয়াকে গিয়ে আদিত্য পুলিশের গুলিতে একটি রোগা ও লম্বা লোককে নিহত হতে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে আসে বাড়িতে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার আত্মবিবেক জেগে ওঠে এবং আত্মদ্বন্দ্বে ভুগে। সে সাক্ষ্য দিবে কী না? পুলিশের কাছে জানাবে কী না? জানিয়েই বা লাভ কী? আর যে খুন হলো তার সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও কেন সে সাক্ষ্য দিবে? কিংবা যে খুন হলো সে কোনোদিন জানতেই পারলো না তার খুনের কেউ সাক্ষী আছে? খুনীদের কোনো বিচার হবে কী না? তার মনে প্রশ্ন জাগে, এই যে আমি এতদিন ধরে লেখার মধ্যদিয়ে যা বলতে চেয়েছি, এই যে প্রতিবাদের এত বিবৃতি দিয়েছি। এর অর্থ কি? প্রচণ্ড যন্ত্রণাবোধ মনে নিয়ে দুদিন কেটে যায়। অবশেষে সে স্থির করে থানায় ডায়েরি করবে। পার্ক স্ট্রিট থানায় ফোন করে ঘটনাটি জানালে থানা থেকে তাকে রূঢ়ভাবে ধমক দেওয়া হয়। আদিত্য শেষ পর্যন্ত খুনের প্রমাণ হিসাবে খবরের কাগজে স্বনামে চিঠি লিখে। লিখে সে খুন হতে দেখেছে। সমস্ত ঘটনাটির সঙ্গে মিলে যায় একটা খবর, নকশালদের একজন বড়ো নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং চারু মজুমদার

স্টেটমেন্ট দিয়েছে, সেদিন ভোর রাতেই তাকে পুলিশ মেরে ফেলেছে। তাই নকশালরাও আদিত্যকে রাতে ফোন করে হুমকি দেয়, "আপনাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে যাকে মার্ডার করা হয়েছে সে কমরেড শৈবাল মজুমদার। তিনদিন সময় দেওয়া হল। আমাদের অর্ডার না শুনলে আপনাকে শ্রেণিশত্রু বলে ধরে নেওয়া হবে।"[১] আদিত্যর মনে বিস্ফোরণ ওঠে। তার কানে নিজেরই কণ্ঠস্বর বাজতে থাকে সে 'হিপোক্রিট' বা 'কাওয়ার্ড' নয়।

আদিত্যর স্রষ্টা দিব্যেন্দু পালিতের জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটেছিল। ৮ জুন ১৯৯২ সালে বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে চোখের সামনে অন্যায় ঘটতে দেখে চুপ করে থাকতে পারেননি দিব্যেন্দু পালিত। তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। এরপর তাঁকে চিঠিতে, ফোনে, এমনকি প্রত্যক্ষেও অনেকে ভয় দেখিয়েছিলেন। এছাড়াও দু'একটি বেনামী চিঠিতে এমন কথাও লেখা হয়েছিল যে, তিনি যে আঙ্গুল দিয়ে ঐ প্রতিবাদ লিখেছেন, সেই হাত কেটে ফেলা হবে। যেন আর কোনো দিনও এরকম দুঃসাহস দেখাতে না পারেন। কার্যক্ষেত্রে সেরকম কিছুই ঘটেনি। কিন্তু মনোভাবটা অস্পষ্ট ছিল না।[২]

আদিত্য একটি বড়ো কোম্পানীর (কমার্সিয়াল ফার্ম) এক্সিকিউটিভ এবং প্রতিবাদী লেখক হিসাবে তার খ্যাতি। 'স্বকাল', 'শঙ্খ' প্রভৃতি পত্রিকায় তার লেখা নিয়মিত বের হয় ন। সে বলে, "লেখক হিসেবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আমি রাইফেল হাতে রাস্তায় নামব না; শ্রেণি সংগ্রামের জিগির তুলে সস্তা হাততালি পাবার দিকেও যাব না। আপনি তো জানেন, আমি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট কি নকশাল— কোনও রাজনৈতিক দলেরই সদস্য নই।"[৩] ঘটনাটির কোনো সাক্ষী নেই বলে আদিত্যকে একা লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। লড়াইয়ের চেহারাও পৃথক। সে এক নিঃশব্দ বিপ্লব। আদিত্য বুঝতে পারে সে একটা অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। যে সময় মানুষের মনের মধ্যে হারিয়ে গেছে বিশ্বাস, প্রতিবাদ করার ন্যূনতম ভাষাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। গণতন্ত্রের কণ্ঠকে রোধ করার জন্য সরকার তৎপর হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রপতি শাসনে দেশ চলছিল। কোনো স্তরের মানুষেরই বাকস্বাধীনতা ছিল না। সাংবাদিক এমনকি শিল্পীরও নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা ছিল না। পুলিশি হামলায় বহু যুবকের মৃত্যু হয়েছে। দেশের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন অনেকেই— "গত চার-পাঁচ বছরে আমাদের বেস্ট বয়েজদের একটা জেনারেশন শেষ হয়ে গেল। বিপ্লবের স্বপ্ন না দেখে এরা পড়াশুনা করে সহজেই চাকরি-বাকরি, প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেতে পারত। ভুল হোক, ঠিক হোক, কী অসম্ভব সাহস, আত্মত্যাগ! দেশ একদিন এদের মিস করবে। একদিন বুঝতে পারবে—।"[৪] কয়েকদিন আগে বেলেঘাটার খালপাড়ায় চারটে ছেলেকে গুলি করে মেরেছে পুলিশ। খবরটা শুনেই নিরাপত্তার চিন্তায় ডান হাতের মুঠো হাঁটুর উপর ঠুকতে থাকে, দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ভিতরের ঠোঁট। কেননা নিজের ছেলে বাচ্চুর আর কয়েক মাস পরে ষোলো হবে। সে এক নিরাপদ আশ্রয়ের

জন্য চিন্তা করতে থাকে। মেয়ে পৃথার কলেজ বন্ধ। প্রতি দিন তার বন্ধুদের গ্রেপ্তারে মেয়েটাও ভেঙে পড়েছে। জীবন বদলে যাচ্ছে ক্রমশ— টান পড়ছে শিকড়ে। কার্ফুর আতঙ্কে যত দ্রুত সম্ভব সকলেই ঢুকে পড়তে চাইছে আশ্রয়ে। সঙ্গে সঙ্গে পালটে যাচ্ছে নিরাপত্তাও।

আবার লেখক সুবন্ধু মিত্র প্রশাসনকে আক্রমণ করে 'জল্লাদের প্রশাসন' লেখার জন্য অ্যারেস্ট হয়েছে। বিদ্রোহী লেখা প্রকাশিত হওয়ায় 'স্বকাল' পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেছে। সম্পাদক দেবু চৌধুরী সরকারি রোষে প্রকাশনা বন্ধ হওয়ায় চরম আতঙ্কের মুখে পড়েছে। এরকম অবস্থায় আদিত্য রায়ের সরকার বিরোধী লেখা প্রকাশ করতে সে দ্বিধাগ্রস্থ। এই পরিস্থিতিতেও আদিত্য মনে মনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে।

তবে এরকম লড়াইয়ে সে ক্রমশ একা হতে থাকে। মনে একটা প্রবল ধাক্কা লাগে। ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষ কোনো রাজনীতি সে করে না। সবসময় নিজের কাছে সৎ থাকতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই সময় তার লড়াইটা শুধু গোটা সিস্টেমের বিরুদ্ধেই নয়, নিজেরও বিরুদ্ধে। ঘটনাটি বন্ধু ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অশোক দত্তকে জানালে সে আদিত্যকে সতর্ক করে দেয়। স্ত্রী শ্বেতাও তাকে সন্দেহ করেছে, প্রশ্ন করেছে— "তোমার হেঁয়ালি কিছুই বুঝি না। নিজেও মরবে, আমাদেরও মারবে।"* স্ত্রীর কাছে আদিত্য খোলামেলা হতে পারেনি। সে বুঝতে পেরেছে এই লড়াইটা তার একার। তার এই ভাবনা চেঁচিয়ে বললেও কেউ বুঝতে পারবে না। আসলে তার অবস্থা হয়েছে—

আলো-অন্ধকারে যাই— মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয়— শান্তি নয়— ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;

('বোধ' / জীবনানন্দ দাশ)

লোকাল থানার পুলিশ ২৩ আগস্ট গভীর রাতে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির হয় আদিত্যর বাড়ি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না থাকলেও এই মুহূর্তে আদিত্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে এক অলৌকিক শক্তি। সাধারণ মানুষ বিমূঢ় অবস্থায় যা করতে বাধ্য হয়। মেয়ে পৃথা ভবিষ্যতের ভয়ংকর পরস্থিতি বুঝে ভয় পেলে আদিত্য দৃঢ় কণ্ঠে জানায়, "মারা সহজ নয়। বুঝতে পারছিস না, ওরা ভয় না পেলে আমাকে অ্যারেস্ট করার কথা ভাবত না।"*

আদিত্য সাহসী, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, সামাজিক বোধ এবং বিবেকধর্মী। উপন্যাসের শেষে তার মনন মৃত্যুঞ্জয়ী উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ। এমনকি তার স্রষ্টা দিব্যেন্দু পালিতের জীবনদর্শনও তাই। উপন্যাসের শেষে আদিত্যকে যখন পুলিশ নিয়ে যেতে এসেছে তখন মেয়ে ভয় পেয়ে বলেছে 'ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে বাবা', তখন আদিত্যর

কণ্ঠস্বর 'ওরা আমাকে মারতে পারবে না ওরা ভয় পেয়েছে'। এই সাহস, আত্মবিশ্বাস একজন সাহসী শিল্পীর। আর এই উপলব্ধিতে পৌঁছানোতেই দিব্যেন্দু পালিত আদিত্য চরিত্রের শুরু থেকে শেষ অবধি ক্রমবিবর্তন ঘটিয়েছেন।

আদিত্যর উৎস আমরা 'উড়োচিঠি' উপন্যাসের রজতশুভ্রর মধ্যে খুঁজে পাই। রজত স্কুলে পড়াকালীন বিনা কারণে পুলিশের ফাঁদে পড়ে। মিথ্যা খুনের অপবাদে পুলিশের মার খায় ও তিন বছর জেল খাঁটে। কিন্তু জেল থেকে বের হয়ে ভেঙে পড়েনি। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। টুপুরের ভালোবাসা তার কাছে জীবনাশ্রয় হয়ে উঠে। আদিত্য যেন সেই রজতেরই পরিণত বয়স্ক একজন মানুষ। সেদিন পুলিশের যে অত্যাচার রজত গায়ে সহে ছিল, সেই মিথ্যা খুনের অপবাদে ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছিল। সেদিন হয়তো একা সাহস পায়নি রজত লড়াই করতে। কিন্তু আদিত্য সাতচল্লিশ বছর বয়সে একা পুলিশের অমানবিক দমননীতিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। তাকে শেষে জেলে যেতে হয় ঠিকই, কিন্তু প্রশাসন ভয় পেয়েছিল বলেই মুষলধারা বৃষ্টিতে গভীর রাতে তাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছিল।

শুধু তাই নয়, দিব্যেন্দু পালিতেরও পুলিশের আচরণ আর মানবিক ন্যায়বোধের মধ্যে যে ফারাক তার প্রতি রয়েছে অসমর্থন এবং ঘৃণা। আসলে লেখক ভিতরে ভিতরে বহুদিন ধরে এরকম একটি চরিত্র হয়তো খুঁজেছেন কিন্তু রজতের মধ্যে তা পূর্ণতা পায়নি বা যুবক বয়সের যে রক্তের গরম তা দিয়ে তিনি প্রতিবাদ করতে চাননি। তাই সচেতনভাবে আদিত্যকে নিয়ে এলেন।

আটের দশকের গোড়ায় দিব্যেন্দু পালিত এমনই একটি চরিত্র সৃষ্টি করে দেখালেন, যে চৈতন্যের মমতায় শান্ত অথচ দৃঢ় মনোবলের অধিকারী।

তথ্যসূত্র :

১। পালিত, দিব্যেন্দু : সহযোদ্ধা, দশটি উপন্যাস (২), তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট ২০১২, পৃ.- ৬৭।
২। ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, শারদীয়, ১৪০০, পৃ.- ৭১।
৩। পালিত, দিব্যেন্দু : সহযোদ্ধা, দশটি উপন্যাস (২), তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট ২০১২, পৃ.- ৫১।
৪। তদেব, পৃ.- ৫৩।
৫। তদেব, পৃ.- ৩৮।
৬। তদেব, পৃ.- ৬৯।

সহায়কগ্রন্থ :

১। দাস, অরূপকুমার : ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১২।

২। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : লেখকের মুখোমুখি, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০০৯।

৩। সামন্ত, সুবল : বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অন্বীক্ষা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, ১৯৯৮।

৪। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪।

সহায়ক পত্রপত্রিকা :

১। চক্রবর্তী, কল্যাণ (সম্পাদিত) : দরবারি সাহিত্য পত্রিকা, দিব্যেন্দু পালিত সংখ্যা, ১৩৯১।

২। দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত) : বইয়ের দেশ, দিব্যেন্দু পালিতের মুখোমুখি, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৬।

৩। ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয়, ১৪০০।

৪। রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি—মার্চ, ২০০৩।

'Ebong Mahua'--UGC - CARE List Approved Journal.
Indian Language - Arts and Humanities Group out of 86
Pages in Page 60 & 84.

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and
Referred with Peer-Review Journal
23 rd Year, 131 Volume
March, 2021

Edited, Printed and Published by
Dr. Madanmohan Bera, Editor.
Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.
Mob.-9153177653
madanmohanbera51@gmail.com
kohinoor.bera @ gmail.com

Rs. 500

৫৫ বছরের ঐতিহ্যময়

সূর্যদেশ

মালীবুড়ো প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত

ISSN 2347-

মালীবুড়ো প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত

সূর্যদেশ

৩ অক্টোবর, ২০২১ সংখ্যা

সম্পাদক

সুস্নাত জানা

সহযোগিতায়

ললিতা জানা, চন্দনেশ্বর নরপাল, সুদীপ্ত জানা,
অঞ্জন মাইতি, শিবশংকর বাড়িল

প্রচ্ছদ

সুস্নাত জানা

যোগাযোগ

গ্রাম ও ডাকঘর– নরঘোলা, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, সূচক: ৭২১৬৫১

মোবাইল : ৮২৫০৮ ৫৩৪৫১, ৯৪৩৪৩ ৫৪৭২৪

e-mail: susnatajana64@gmail.com

মুদ্রণ

কবিতিকা, কমলেশ নন্দ

রাঙামাটি, মেদিনীপুর, কথা: ৯৮৩২১৩০০৬৮

মূল্য

একশ টাকা

সূ চি

প্রবন্ধ

শিল্পী-সাহিত্যিকরা কি মেহনতী মানুষের জীবনে বহিরাগত । অমৃত মাইতি ৫

কবিতার অন্ধকার যাত্রা । গৌতম ভট্টাচার্য ১৪

শিল্পের মর্ম আচার্য । অঞ্জন মাইতি ২১

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ । রবীন্দ্র কুমার বর্মন ২৭

সেলিনা হোসেনের ত্রয়ী উপন্যাস : প্রসঙ্গ ত্রিমুখী শ্রেণীচেতনা । আশিস করণ ৪১

গুপময় মান্নার জীবন ও সাহিত্য । গার্গী চট্টোপাধ্যায় ৪৮

স্বাধীনতার ৭৫ বছরে মুসলিম মহিলারা কোথায় দাঁড়িয়ে । রোশেনারা খান ৫২

শহিদ গ্রাম । সুবলচন্দ্র পাল (জটায়ু) ৫৬

লাল শালুক দিঘির কাহিনী । কটিক চাঁদ ঘোষ ৫৯

বন্দী শৈশব । লাবণ্য দরবার ৬৭

যাদের প্রেরণায় লিখি । শোভা চন্দ ৭১

নাটকের চোখে যন্ত্র মানব । চন্দন মাইতি ৭৬

বৈজ্ঞানিক বুড়ো থেকে মালীবুড়ো । সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য ৮০

তুমি রবে নীরবে । নিছা জানা দরবার ৮৪

লক্ষ তারার বিনিদ্র চোখে আমরা রয়েছি জেগে । সুলাতা বেরা ৮৬

ক্ষমতার ভাষা : উপন্যাসের অন্তর্বয়ানে । সুব্রত জানা ৮৯

Relevance of Walt Whitman । Sankar Sarkar ৯৮

Women, Society and the Aspect of Gender Consciousness : An Overview । Dr. Haraprasad Ray ১১০

Mallika Asks Marx । Souharna Jana ১১৭

মালীবুড়ো স্মারক সম্মান ২০২১ । রফিক উল ইসলাম ১২১

মালীবুড়ো স্মারক সম্মান তালিকা ১২৪

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ

রবীন্দ্র কুমার বর্মন

'বিজ্ঞান মানুষের মনের ভিতরে ঢুকতে পারেনি; ফ্রয়েড-ইয়ুংরাও পারেনি। অন্তত পুরোপুরি।'—'হঠাৎ একদিন' (২০০০) উপন্যাসেরও সূচনায় দিব্যেন্দু পালিত একথা বলেছেন। সত্যি নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা এবং সেই সম্পর্ককে ঘিরে নারী-পুরুষের মনোজগতের বিচিত্র দিক সবসময় কোনো তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফ্রয়েড, ইয়ুং, এরিখ ফ্রম, জাঁক লাকা প্রমুখের চিন্তাধারায় নারী- পুরুষের মনস্তত্ত্ব সবসময় একভাবে ধরা পড়েনি। আরো গভীরে কোথায় যেন ফাঁক থেকেই যায়। এই মনোজগতের চেতনা-প্রবাহের উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন গুস্তাভ ফ্লবেয়ার, ফিওদর দস্তয়োভস্কি, লিও টলস্টয়, হেনরি জেমস, ভার্জিনিয়া উলফ্, ডি. এইচ. লরেন্স, জেমস জয়েস, ভ্লাদিমির নবোকভ প্রমুখ। বাংলার সাহিত্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, গোপাল হালদার, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে নরনারীর সম্পর্ক এবং তাদের মনোবিশ্লেষণে নিত্য নতুন ভাবনা নিয়ে আসেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতাসম্পন্ন নরনারীর জীবন প্যাটার্নের বিচিত্র আবেগ ও অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। আবেগের সঙ্গে অনুভব ও ইচ্ছার সম্বন্ধসূত্রে মন সক্রিয় হয়। আর সেই সক্রিয় চেতনার অবলম্বন হচ্ছে দেহ। মানুষের মনোদৈহিক তাড়নার অবদমন দীর্ঘতর হলে জন্ম নেয় মানসিক ব্যাধি। মানুষের মনোজগতের বিকলন, বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতা, বিচিত্র টানাপোড়েন, অস্তিত্বের সংগ্রাম সবকিছুই ভিন্নমাত্রার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উঠে এসেছে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে। যতই আধুনিকতার ছাপ ছড়িয়ে অত্যাধুনিক হয়ে উঠেছে মানুষ ততই তার ভিতরে জন্ম নিচ্ছে অতৃপ্তি আর অপ্রাপ্তির ক্লেদ। সংবেদনশীল মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত, হারিয়ে ফেলছে প্রিয়জনের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সহানুভূতি। ফলে মানুষ হয়ে পড়েছে আত্মমুখী,

নিঃসঙ্গ। এই চলমান অস্থির সময়ে নারী-পুরুষ বিভিন্ন বিকারের মধ্যে প্রবেশ করছে হতাশা কাটিয়ে উঠতে না পেরে কেউ কেউ আত্মবিনাশের পথও খুঁজে নিয়েছে। অর্থাৎ এক ধরনের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার নিগূঢ় মনোবিকলন এই সময়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে ফুটে ওঠে।

দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ'র মনস্তাত্ত্বিক,সংকটের বীজ উপ্ত হয়েছে অরুন্ধতীকে ঘিরে। প্রেমিক পুরুষ সৌম্যর সঙ্গে বিয়ে না হওয়ায় সে কিছুটা অভিমানী আর আত্মমুখী হয়ে পড়েছে। যার ফলে বিভাসের সঙ্গে তার দাম্পত্যসম্পর্ক সুখের হয়নি পাড়ার বখাটে যুবক সুনীলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। এই আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে উপন্যাসের শেষে ডাক্তার মিত্র অরুন্ধতীর রোগের রিপোর্টে বলেন—

"...ট্রাবলটা সেন্ট পার্সেন্ট মেন্টাল।...বলতে পারেন, নিউরোসিস। পরস্পর বিরোধী কোনো আঘাতে বা মন-বিরোধী কোনো একটি ঘটনার এইরকম হওয়া সম্ভব। মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে তখন নিজেকে নিজেই আঘাত করতে চায়। আঘাতের পদ্ধতিও হয় অত্যন্ত স্থূল।"[১]

একদিকে সৌম্যকে না পাওয়ার তার ইচ্ছার অবদমন, অন্যদিকে সুনীলকে পছন্দ না করলেও তার সঙ্গে জোর করে মেলামেশা— এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে অরুন্ধতী। সৌম্যকে না পাওয়ায় তার ক্ষোভ, অপূর্ণতা সবই তার নিজের যন্ত্রণাকে বাড়িয়েছে।

অরুন্ধতীকে ঘিরে সৌম্য আর বিভাসের মধ্যে কিছুটা মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে। বিয়ের পরেও সুনীলের সঙ্গে অরুন্ধতীর মেলামেশা মেনে নিতে পারেনি বিভাস। কিন্তু কোনোদিন প্রকাশ্যে বাধাও দিতে পারেনি। একধরনের বিষের জ্বালায় পুড়ে পুড়ে একেবারে শেষ হয়ে গেছে সে। তাদের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তার মনে একধরণের অশান্তি আসে...

"সেই ঘৃণাটাকে অবলম্বন করেই ও ক্রমশ নিজের যন্ত্রণা বাড়িয়ে চলছে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি তা সহ্য করেছি, এখনও করছি। এই জ্বালার জগৎ থেকে পালাতে পারলে আমি বাঁচতাম।"[২]

তীব্র এক অস্বস্তিতে ছটফট করে সৌম্যও। জ্বালা করে চোখদুটো। আর নিজেরই কথায়—

"চোখ ভরা এই যে জ্বালা, সেটা শুধু একটা আত্মধিক্কার। অরুন্ধতীর কথা মনে পড়লে রাগ হয় না; সুনীলের ওপরেও বিন্দুমাত্র আক্রোশ জাগে না। রাগ হয় শুধু নিজের ওপর। নিজেরই বুকের ভেতর ফুটে ওঠা একটা সুন্দর ভালোবাসাকে অসম্মান করে শুধু অরুন্ধতীর নয়; বিভাসের জীবনটাকেও যে বিষময় করে তুলেছে সে!"[৩]

'সেদিন চৈত্রদিন' উপন্যাসে দুই পুরুষের মাঝে অবস্থানরত একজন নারীর মনোদৈহিক সত্তার উন্মোচন ঘটিয়েছেন লেখক। অল্প বয়সে বিয়ে যাওয়া এবং বেশি বয়সের স্বামীকে মেনে নিতে পারেনি। বিবাহিত জীবনে সে সুখ পায়নি। বিয়ের প্রথমরাতে স্বামীর সঙ্গ ভালো লাগেনি তার। সে সুখ অমলেন্দুর কাছে নেয়—

"সেদিন স্পর্শে শরীর সাড়া দেয়নি, জ্বালায় জ্বলেছে। আজকের অনুভূতি অন্য। অমল আজ জ্বালিয়ে দিল; এবং সেই তীব্র উত্তাপে জ্বলে নিজেকে নিঃশেষ করতে করতে এবার মনে হয়েছিল, সে যেন শরীরের সীমায় পৌঁছে গেছে; পুরুষের স্পর্শে এত স্ফূর্তি, সে জানত না; যে এতদিনে তার শরীর সার্থক হল।"[৪]

তাই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী অমলেন্দুর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু অমলেন্দু ভালোবাসলেও আশ্রয় দিতে পারেনি। অপরদিকে তার স্বামী মৃণ্ময়কান্তি আশ্রয় দিতে পারে কিন্তু ভালোবাসতে পারে না। এই অবস্থায় এলার কাছে তার নারীধর্ম বড় হয়ে উঠেছে। সে কারো কাছেই আবদ্ধ থাকতে চায়নি। তাই একসময় স্বামী ও প্রেমিককে ছেড়ে একার জীবন বেছে নিয়েছে সে।

"মন বলে একটা বস্তু আছে,...সে আমার, আমার, আমারই নিজস্ব, তাকে আমি অন্যের মুঠোয় তুলে দিতে পারি না। আমি আমার সর্বস্ব দেব, কিন্তু আমার শূন্যতা যে ভরে দেবে, সে কোথায় ?"[৫]

মনোধর্মে মানুষ ইচ্ছা করে, যে-ইচ্ছা পূরণ করতে পারলে খুশি হয়, তার সবটা না হলেও কিছু কিছু ফলে যায়। 'ভেবেছিলাম' উপন্যাসে কথকের এরকমই ইচ্ছার কথা বলেছেন লেখক। ছোটবেলায় কথক সাঁতার কাটতে পারতো না। জলে তার খুব ভয় ছিল। তার বাল্যবন্ধু সুধাংশু একবার তাকে মাঝ নদীতে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। ডুবে যেতে যেতে কোনরকমে দম নিয়ে তীরে ফিরে আসে। ডুবাডুবির ঘটনার পরও অনেকদিন পর্যন্ত মৃত্যুর আশঙ্কা কথকের মন থেকে দূর হয়নি। নদীর দিকে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল। কথকের ধারণা হয়েছিল, নিতান্ত কৌতুকের জন্য সুধাংশু তাকে মাঝ নদীতে নিয়ে যায়নি। যে-কারণেই হোক সুধাংশুর আক্রোশ ছিল তার উপর এবং সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করবে। এইভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা ক্রমশ মুহ্যমান করে ফেলেছিল তাকে। রাত্রে দুঃস্বপ্নও দেখে, সুধাংশু বা সুধাংশুর মতো কেউ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত, আবিষ্ট করত, টেনে নিয়ে যেত জলের মধ্যে এবং ডোবানোর চেষ্টা করত। এইসময় অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করত কথক। এখানে কথক ফোবিয়ায় ভুগেছিল। ফোবিয়া সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন—

"ফোবিয়া একরকমের নিউরোসিস। এই রোগে দেখা যায়, রোগীরা যখন কোনো বিশেষ অবস্থায় পড়ে, তখনি ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে— যদিও ওই অবস্থা বা বস্তুর

মধ্যে বাস্তবিক ভয়াবহতা কিছুই থাকে না। এই সঙ্গে আরও দেখা যায় যে, এই ধরনের রোগীরা সবসময়েই চেষ্টা করে ওই অবস্থায় না পড়ার, অথবা এইসব বস্তুর মুখোমুখি না হওয়ার। যদি ওই অবস্থায় পড়ে যায় তাহলে— কিভাবে সেখান থেকে পালাবে তার পথ খোঁজে।"[৬]

আতঙ্কে, ঘৃণায়, ক্রোধে কথকের অবচেতন মন চেয়েছিল, যে কোনো প্রকারে সুধাংশুর মৃত্যু হোক। দশ-বারো বছর পর টিবি রোগে সুধাংশুর মৃত্যু হয়। তখন হঠাৎ কথকের মনে হয়, সুধাংশুর মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী। এক ধরনের অপরাধবোধের চিন্তায় সে অভিভূত হয়ে পড়ে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে এমন কতগুলি চরিত্র আছে যারা অহেতুক সন্দেহ করে। এরা নিজেদের আত্মীয়, বন্ধু অথবা সহকর্মীদের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। স্বামী বা স্ত্রী চরিত্রে সন্দেহ করে দাম্পত্য জীবনকে বিষিয়ে তোলে। অতি তুচ্ছ কারণে অপমানিত বোধ করে। কেউ এদের অপমান করলে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে মনে হলে এরা সে কথা ভুলে যেতে পারে না, প্রতিশোধের সুযোগ খোঁজে। এরা কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না, বিশ্বাস করে কাউকে কোন কথা বলে না। এরা নিরর্থক ঝগড়াঝাটি করতে অতিশয় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্যের দোষ দেখতে নিদারুণ ব্যগ্র হলেও নিজেদের বিরূপ সমালোচনা বরদাস্ত করতে পারে না একেবারেই। নিজেদের প্রাধান্য যেখানে নেই, সেখানে তারা থাকতে চায় না। মনোবিজ্ঞানে একে প্যারানয়েড পারসোনালিটি বা সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিত্বের বিকার বলে। এইরকম ব্যক্তিত্বের বিকার দিব্যেন্দু পালিতের 'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসের মহীতোষের মধ্যে দেখা যায়। মহীতোষ তার ব্যবসার সুবিধার জন্য স্ত্রীকে মক্কেল ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিজেই ঘনিষ্ঠ হতে বলেছিল। কিন্তু এর মধ্যে যে মানসিক ঔদার্য, তা কোনোকিছুই তার মধ্যে ছিল না। কোনো কারণ ছাড়াই পরবর্তীতে সে স্ত্রীকে সন্দেহ করেছে। এবার কাকার বন্ধু পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গেও জড়িয়ে এষাকে সন্দেহ করেছে মহীতোষ। আসলে সন্দেহ মহীতোষকে অন্ধ করে দিয়েছিল। সন্দেহের বশেই মহীতোষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে—

"খুন আমি তোমাকে করব। তোমরা যত প্রেমিক আছে সকলের সামনে খুন করব। একটা নষ্ট মেয়েমানুষকে কী করে ট্রিট করতে হয় আমি জানি।"[৭]

তাদের দাম্পত্যসম্পর্ক আর টিকেনি। মহীতোষ এষাকে ডিভোর্স দেয় এবং সে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। অপরদিকে এষার মনোবিশ্লেষণ নির্মাণে লেখক কাহিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। দিব্যেন্দু পালিত পুরুষ অপেক্ষা নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বেশি যত্নবান হতেন। নারীর মনকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এষার আর কেউ ছিল না। ডিভোর্স তাকে এক ধরনের মুক্তি দিলেও নিজেকে নিয়ে চিন্তায় ক্লান্তি ছাড়া আর কিছু পায়নি। যত ভেবেছে ততই তীব্র হয়ে উঠেছে তার মানসিক অবসাদ। এর একটি কারণ সে একাকিত্বের ভোগে। একসময় আত্মহত্যার কথাও ভাবতে হয় তাকে, কিন্তু এষা বাঁচতে চায়। সকলের

সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়। তাই এরা বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে মিশেছে। শেখর, মনীশ, পরিতোষ তার প্রেমিক পুরুষ হয়ে ওঠে। তারাই তার সুখদুঃখের সঙ্গী, একাকিত্ব কাটানোর বন্ধু। কিন্তু কামনা-বাসনার অবদমিত ইচ্ছাকে এরা কোনোদিনই ভুলতে পারেনি। তাই খুব সহজেই এরা শেখর কিংবা মনীশের সঙ্গে শরীরী খেলায় মেতে উঠেছে। আর নিজের দেবর পরিতোষকে একসময় সম্পর্কের বন্ধনে ছোট মনে হলেও এখন তাকেই অবচেতন মনে প্রেমিক পুরুষ ভাবতে থাকে।

'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসে চেতন-অবচেতন মিলেমিশে ঘটে চলে প্রগাঢ় এক স্ট্রিম অব কনশাসনেস। উপন্যাসের শুরুতে কনকের মৃত্যুকে ঘিরে দাশরথি, অমিয়, শ্যামল, নিখিল, রেখা, বুলা, ঝুমি— প্রত্যেকটি চরিত্রের বিচিত্র ভাবনার স্রোতকে লেখক তুলে ধরেছেন। কনকের মৃত্যুর দিনে অমিয় বলেছে— 'জেগে থাকার ইচ্ছেটাই ঘুমোতে দিচ্ছে না।' ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন জাগরণ থাকে। নিখিল স্বপ্নেই পেরিয়ে যায় অনেকটা পথ। স্বপ্নে বর্ণিল রঙের রূপবদল চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে নিখুঁতভাবে চিনিয়ে দেয়। সিনেমা হলে ঢুকে ঝুমির চোখের পাতা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে আসে।' 'তখন স্বাভাবিক হলদে রঙ ক্রমশ নীলাভ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পর্দায়, চোখের পলকেই আবার লালের আভা। ঠিক লালও হয়তো নয়— যাকে ক্রিমসন বলে, অনেকটা তাই, রঙের ওঠাপড়া দেখে মনে হয় জলের নিচ দিয়ে তীব্র বাতাস ছুটে চলেছে। ওরই মধ্যে ঘুমন্ত মেয়েটির অস্পষ্ট মুখ ভেসে উঠে হারিয়ে গেল আবার— দুটো তেজী ঘোড়ার পা— ক্রমাগত রঙ বদলের আড়ালে পা দুটি অদৃশ্য হতেই আরেকটি দৃশ্য : অস্ফুট স্তনের ওপর সোনালী অশ্বক্ষুর ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে... "[৮] এখানে জড়িয়ে থাকে যৌনতা ও শরীরী চেতনা।

'সন্ধিক্ষণ' অশান্ত অস্থির নাগরিক ব্যক্তিত্বের অসহায়তা ও বিপন্নতার ছবি। ইয়ুং তাকে বলেছেন— "the yearing for rest that arises in a period of unrest."[৯] সেইজন্য চরিত্রগুলি অবিরাম পথ হাঁটে। বাস্তবের চড়া আলোয় নয়, অন্ধকারে সেই পথ হাঁটা। তার সঙ্গে চলে চেতনাপ্রবাহ। এ হাঁটা শুধু রাস্তায় হাঁটা নয়, মনের সরণী, স্মৃতির সড়কও পেরিয়ে যাওয়া। "রাস্তাটা বড়ো দীর্ঘ মনে হয় অমিয়র। ক্লান্তিতে পা আর চলে না। অথচ মানুষজন চলে, চলে শব্দ, ট্রাফিক সঙ্কেতে মাছের ঝাঁকের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি গাড়ির ঝাঁক, আবার চলতে শুরু করে— ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটর— চলার কোনো বিরাম নেই।"[১০]

অমিয় এক অজানা জগতে নিয়ে যায় পাঠককে। যেখানে এক রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে হয়। অচেনা অলিগলি অরণ্যে পথ পরিক্রমা করার মতো। বাড়ি ফিরে চৌবাচ্চার জলে অনেকক্ষণ স্নান করে অমিয়। ঘুমময় অবসাদ আসে। স্ত্রীর নিঃশ্বাসের মতো 'অসংখ্য অদৃশ্য পোকা এই সময় অমিয়র বুক বেয়ে হাঁটাচলা শুরু করে দেয়। হঠাৎ মনে হয় 'টাইমপিস্‌টা তার বুকের ওপর কেউ চেপে ধরেছে।' নিখিলের ক্ষেত্রেও বুলার

সঙ্গে তার সম্পর্কে মৃদু ঘুম এবং পুরনো অবসাদের প্রসঙ্গ আছে।

'সম্পর্ক' উপন্যাসের রামতনুরও রাতে ঘুম আসে না। রীতিমতো অবসন্নবোধ করে সে। অপরাধবোধ তার সমস্ত মন জুড়ে বসে। বড়ো ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রামতনু কাজপাগল মানুষ। তার কাছে পরিবারের জন্য নৈতিক দায়িত্বটুকুও পালনের অবসর ছিল না। মেয়ের সঙ্গে স্টেশনে যাবার কথা ছিল। কিন্তু কথা দিয়েও যেতে পারেনি। সে ভুলে যায়। এরপর শুরু হয় তার দ্বিতীয় সত্তার আলোড়ন—

"নিজের ওপর এক ধরণের বিরক্তি দেখা দিল, আত্মবিস্তারে ক্ষুব্ধ বোধ করলেন তিনি। যা ঘটল, কোনো কৈফিয়ৎ দিয়েই তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অন্যের কথা বাদ দিলেও নিজের কাছে কোন কৈফিয়ত দেবেন তিনি।[১১]

এই সূক্ষ্ম অপরাধবোধ থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি রামতনু। তাই একসময় স্ত্রীর অপমান আর নিজের অবসানের ভারে আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করতে হয় তাকে। সবকিছু গোলমাল হয়ে যায় তার। তিনি প্রকৃতিস্থ নেই, স্থান-কাল-পাত্র হারিয়ে ফেলেছেন। দেহের অস্বাচ্ছন্দ্যের মতোই ক্লেশকর তার এই মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য। লেখক তার মনের অবস্থা সম্পর্কে বলেন, রাতকানা পাখির মতো চিন্তাটা তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যাচ্ছে, শবদাহ সেরে শ্মশান থেকে ফেরার পথে যেমন হঠাৎই পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে তেমনি মানুষটির ধ্বস্ত বিবেক।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্ররা জটিল এবং বিশাল বিশ্বের নানা প্রশ্নের মায়াবী বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। 'আমরা' উপন্যাসের কথক প্রিয়নাথ মজুমদার এরকমই বিষণ্ণতায় বা ডিপ্রেশন-এ ভোগে। কোনোকিছুতে ভালো লাগে না তার। তার মনে আনন্দ-ফুর্তির অভাব। সবসময়েই অকারণ দুঃখের ভার, হীনমন্যতা, হতাশা, নৈরাশ্যবাদিতা, ভগ্নোৎসাহ, আত্মবিশ্বাসের একান্ত অভাব তার মধ্যে দেখা দেয়। কোনোকিছুতেই তার আগ্রহ নেই— প্রিয়জনের সঙ্গে আলাপ-গল্পও জব করা, সিনেমা, টিভি, রাজনীতি কিছুতেই তার সুখ নেই। কথাবার্তা , চলাফেরায় , সাজপোষাকে, মুখের ভাবভঙ্গিতে তার মনে অসুখী ভাবের প্রকাশ পায়। সর্বত্রই অনুভব করে মননবিহীন, আবেগবিহীন, কল্পনাবিহীন এক অসাড়তা। সে তার অসাড় মন নিয়ে আত্মগত মনোবৃত্তে ঘুরপাক খায়। কোনো সিদ্ধান্ত সে নিতে পারে না। তনুশ্রী নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। তনুশ্রীও তাকে ভালোবাসে গভীরভাবে। কিন্তু ভালোবাসার মধ্যেও তার মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয় না। তার নিজেরই স্বগতোক্তিতে বোঝা যায়—

"মাঝে মাঝে প্রকৃতই গুলিয়ে যায় সব কিছু, তখন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসা কী ? তখন, তনুশ্রীর গা থেকে বেরনো ঘামে ও পাউডারের সঙ্গে গুলিয়ে ওঠে নিঃশ্বাস; কোনোরকমে নিজেকে সংবরণ স্বরে জিজ্ঞেস করে, প্রিয়নাথ, এর সঙ্গে তোমার

সম্পর্ক কী ? কিংবা আমলানির সঙ্গে ? সুধার সঙ্গে ? নয়নাংশুর সঙ্গে ? ভয় হয়, বড্ডো ভয় লাগে এসব প্রশ্ন থেকে পেরিয়ে আসার জন্যে প্রাণপণ হাঁটতে শুরু করি আমি, দ্রুত ও অবিন্যস্তভাবে।"[১২]

'একা' উপন্যাসে স্বপ্ন জাগর অবস্থায় শিশিরের অবচেতন মনকে দিব্যেন্দু পালিত অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। শীলা, সুমি, পাকড়াশি প্রভৃতি অনেকেই তার স্মৃতিপথে যাতায়াত করে। অতীত এসে বর্তমানে মিলে যেতে থাকে। লেওন ইডেল তাঁর 'The Modern Psychological Novel' গ্রন্থের দশতম অধ্যায় 'Novel as Poem' প্রবন্ধে একধরনের 'পোয়েটিক ইমেজ'-এর কথা বলেছেন। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে তারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শিশির তার নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে সমস্ত কিছু চিনে নিতে চায়। এইভাবে ক্রমশ সাবলীল হয়ে ওঠে পৃথিবী আর এক পৃথিবীতে— সমস্ত হাওয়া এসে ক্রমশ ছুঁয়ে যায় তাকে, মাংস থেকে ক্রমশ আলাদা হতে থাকে হাড়, ধূপের গন্ধময় আচ্ছন্নতা এমনকি বেলার রোদ্দুরেও চুপিসাড়ে ডেকে আনে গভীর মধ্যরাত।"[১৩]

স্মৃতি মাঝে মাঝে শিকড় ধরে টান দেয় শিশিরের শব্দের মধ্যে হারিয়ে যায় শব্দ, একান্তে নিজের হাঁটা-চলার শব্দ সোচ্চার হয়ে ওঠে কানে। নিজেই সম্মোহিত হয়ে বিড়বিড় করে বলে ওঠে, "শিশির, আছি। অপেক্ষায় আছি। —শুধু বুঝতে পারছি, আমার দিনমান আটকে যাচ্ছে স্মৃতির খেলায়; শুধু দেখতে পাচ্ছি, চেনাশোনা শব্দগুলো থেকে শীতের পাখির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে অর্থ; নতুন তাৎপর্য নিয়ে ফিরতে আসছে তারা।"[১৪] এরকম দিবাস্বপ্ন শিশিরের অবচেতন মনকেও চিনিয়ে দেয়।

আবার 'ইনসমনিয়া'য় ভোগে শিশির। নির্বান্ধব শিশির ক্রমশ একা হতে থাকে। স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু একটা অস্বস্তি, একটা আড়ালের যন্ত্রণা এসে সবকিছু এলোমেলো করে দেয় তার। তখন স্মৃতি বিজড়িত বিস্মৃতির দিকে ক্রমাগত একা হাঁটতে থাকে সে। "মাথার ভিতর কেঁপে আঠা হয়ে যাচ্ছে শিরাগুলো। সেখানে ঘুম। কিন্তু— দু'হাতে চুলের মধ্যে বিশৃঙ্খল আঙুলগুলো ঠেলতে ঠেলতে শিশির হাই তুলল, কিন্তু সে ঘুমোবে না।"[১৫]

লেওন এডেল তাঁর 'Modern Psychological Novel' গ্রন্থে যে 'Mental Prattle'-এর কথা বলেছেন, 'উড়োচিঠি' উপন্যাসে চন্দনার 'মাথার ভিতর হঠাৎ দড়ির খেলা' সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। ভাবনা তাকে অনেকদূর টেনে নিয়ে যায়। পাঁচবোনের ছোট হয়ে তাকে শুধু অপেক্ষা করেই যেতে হয়। তার 'মাথা ঘোরে; শরীরে অন্ধকারের এই চমকটা ঠিক সহ্য করতে পারে না সে। দ্রুত ঘেমে ওঠে হাতের চেটো। অনেক সময় সামলে নেয়, যখন পারে না তখন তারপর কি হয় বুঝতে পারার আগেই আবার ফিরে যায় অন্ধকারে।...এই বয়সে নাকি অনেক মেয়েরই হয়, বিয়ে হলে ঠিক হয়ে যায়।"[১৬] এই যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি হিস্টিরিয়া রোগের কারণ। আবার টুপুর ভেতরে 'ঢেউ তোলা

নদীর মতো কি একটা বয়ে যায়'। 'এই মুহূর্তে মনের সমস্ত দ্বিধা নিয়ে পৃথিবীর আলো হাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে এক রকম ঐশ্বর্য; বহুদূর ব্যাপ্ত উজ্জ্বলতার মধ্যে টুপুর দেখতে পায় তার বিভিন্ন রঙ খামখেয়ালি অনুভূতি হয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার লুকানো শরীর ও শরীরের ভিতর তালাবদ্ধ ছোট ছোট ঘরগুলোকে।' এ তার মনশ্চৈতন্যের 'স্ট্রিম অব কনশাসনেস'-এরই-অনিবার্য ইঙ্গিত। তার ইচ্ছে করে চেতন মনের পলকা অবরোধ সম্পূর্ণ অবজ্ঞিত করে যে যেমনভাবে যা ইচ্ছে করুক তাকে নিয়ে। প্রায় সুখকর এক অজানা অনুভূতির মধ্যে নিজেকে চিনে নিতে থাকে। তার ইচ্ছে করে এই সুখ চিরস্থায়ী হোক। এটা টুপুর মধ্যে ফ্রয়েড কথিত অলস্-এর প্রভাব।

'অবৈধ' উপন্যাসে যৌনতা খুব ঋজু এবং বলিষ্ঠ। 'চরিত্র' উপন্যাসে আহামরি আর নৃসিংহের যৌন কামনায় যে পাপ ধরা পড়ে, 'অবৈধ' উপন্যাসে পার্থ আর জিনার সক্রিয় কামনায় পাপের ছোঁয়াটুকুও নেই। মানসিকতার দিক থেকে দুজনেই সংস্কারমুক্ত দুই নরনারী। ও ট্রেথাকে অবদমনে পৌরুষ নেই কোনো। পুরীর হোটেলে অন্ধকার যেন উৎসাহ দিয়েছে পার্থ আর জিনাকে। অন্ধকারে নিজের শরীরের ঘ্রাণ মিশিয়ে দেয় পার্থর শরীরে। 'নিজের নিরাবরণ সর্বাঙ্গে পার্থর শরীরের আদ্যন্ত পৌরুষ জড়িয়ে, আর্ত স্তনদ্বয়ে পার্থর বুকের পেশি ও রোমরাজির কোমল স্পর্শ অনুভব করতে করতে, পার্থর নিঃশ্বাসের প্রতিটি উত্থান-পতন নিজের নিঃশ্বাসে মিশিয়ে নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়ে জিনা। দিব্যেন্দু পালিতের এই বর্ণনায় অশ্লীলতার লেশমাত্র নেই। কারণ, এ তো শুধু শরীরী আকর্ষণ নয়। জিনা স্পষ্ট অনুভব করে 'কী যে সন্তর্পণে ঘোরাফেরা করছে তলপেটের অন্ধকার অভ্যন্তরে, এতকালের অনাদরে ম্লান একটির পর একটি কোষ ভরে উঠছে নতুন সম্ভাবনায়। অনিরসের খেলা এই উপন্যাসের সৃষ্টির দ্যোতনা বহন করে আনে। এখানেই দিব্যেন্দু পালিত সার্থক শিল্পী।

ফ্রয়েডের অনেক পরে জাক লাঁকা মানবমনস্তত্ত্বকে শুধু অবদমনে খোঁজার কথা বলেননি। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের বিভিন্ন শাখায় মানবমনস্তত্ত্বকে খোঁজার চেষ্টা করছেন। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে এই বিষয়টি দেখা যায়। 'অনুভব' উপন্যাসের আত্রেয়ীকে কলকাতার ইউনেসকোর প্রোজেক্টে কাজ করতে আসার মাধ্যমে চিনে নেওয়া যায়। আবার 'মৌনমুখর' উপন্যাসে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের মাধ্যমে তড়িৎকে, 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ' উপন্যাসে চরিত্রদের চেনা যায় বিজ্ঞাপন জগতের প্রসঙ্গকে সামনে রেখে। আবার এক ধরণের 'ইমাজেনারি ফরমেশন' থেকে চিনে নেওয়া যায় 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসের অদিতা রায়কেও। জাক লাঁকা 'Beyond the Reality Principle' গ্রন্থে 'Objective of Psychology' প্রসঙ্গে বলেছেন, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে চরিত্র ধরা পড়ে "With all his desires, imaginary formations, language and meaning."[28]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বিবেকের দংশন, পাপবোধ, অন্যায় অপরাধজনিত উৎকণ্ঠা এবং নিজের সংযম হারিয়ে ফেলার জন্য যে উৎকণ্ঠা তারই প্রতিফলন দেখা

যায়। অ্যাংজাইটি নিউরোসিসেরও প্রকাশ ঘটে। যেমন, 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের দাশরথি বিবেকে দংশনের ফলে সৃষ্টি হয় উৎকণ্ঠা, 'সম্পর্ক' উপন্যাসে রামতনুর, 'সোনালী জীবন' উপন্যাসের সারার পাপবোধ 'একা' উপন্যাসের শিশিরের মনে হয়েছিল, সে তার স্ত্রী প্রতি অন্যায়-অপরাধ করেছিল। এই ধরনের মানসিক ক্রিয়া ইচ্ছানুসারে হয় না, অজ্ঞাতে ঘটে যায়। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্ররা এই উৎকণ্ঠাকে কখনোই অবদমন রিপ্রেসন করতে পারেনি। তাই তো সারাকে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে হয় 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসের জয়াকে ছাদ থেকে লাফাতে হয়, 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসে ধীমান স্ত্রীকে হারানোর পর একধরণের অপরাধবোধ থেকে শ্রীলাকে গলা টিপে হত্য করেছিল এবং শেষে নিজেও আত্মহত্যা করে। 'অচেনা আবেগ' উপন্যাসে জয়দীপ বরে বেশে আত্মহত্যা করেছিল। আত্মহত্যা করে সে প্রেমিকা শমিতাকে বোঝাতে চেয়েছি তার ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না।

'অনুভব' উপন্যাসে ইতিহাসবোধ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের অবিরাম আনাগোন চলতে থাকে। চলতে থাকে আত্রেয়ীর আত্মবিশ্লেষণ। এড্ওয়ার্ড দুজারদিন কথিত 'ইণ্টারন্যাল মনোলোগে'র প্রকাশও ঘটে। রাহুলের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর কলকাতায় ফিরে একমুখী নানা চিন্তা আত্রেয়ীকে ঘিরে ধরে। নিজেকে নিয়ে ভাবনার টানাপোড়েনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। সন্দেহ, হতাশা ও অনিশ্চয়তা থেকে একধরণের বিষণ্ণতা এসেছে।

"তখন মনে হয় একান্তে নিজেকে নিয়ে থাকাই ভালো। এক একদিন এমনও হয় যখন ঝলমলে দিনদুপুরেও ঝপ করে নেমে আসে অন্ধকার। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ঝাপসা লাগে চারদিক, জলজ গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস।"[১৮]

যতদিন গেছে ততই সে একা হয়ে পড়েছে। যতই সে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করুক, হতাশা তার পিছু ছাড়েনি। হতাশা ক্রমশ বাড়তে থাকে। হঠাৎ ইচ্ছা থেকে পুরোনো অ্যালবামের ছবি দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। নিজের মনে প্রশ্ন ওঠে, সে নিজেই সবার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এর জবাব খুঁজতে গিয়ে নিজেই দ্বিধাবোধ করে। রাহুলের অপমান তাকে আত্মমুখি করে তুলেছিল। "এই যে দেড় বছর নিজের মন ও শরীরটাকে গচ্ছিত রেখেছিল রাহুলের কাছে, সম্পর্কটা স্বাভাবিক ভেবেই যথেচ্ছ হতে দিয়েছিল তাকে এই ব্যাপারগুলো কি তাহলে যেমন ছিল তেমনই রেখেছে"[১৯] অপমানের এই দিকটা সে কোনদিনই ভুলতে পারেনি। স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে চলে এসেছিল কলকাতায়। সে এখন মুক্ত। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। বাঁচতে চায় নিজের মতো করে। স্বাবলম্বী হতে চাকরির দরখাস্ত করে। স্বনির্ভরতার এই জোরটাই তাকে টিনিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু দাদার বন্ধু উৎপলের সঙ্গে মেলামেশা করার সময়ও সে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল। অথচ উৎপলই তার শুভাকাঙ্ক্ষী। আসলে "সে দাঁড়িয়ে আছে এক অন্ধকার সমুদ্রের সামনে, যেখানে শুধুই ঢেউ আর ঢেউ আর ঢেউ ছাড়া কিছুই নেই, চারপাশের শব্দ

ও নৈঃশব্দ্য মিলতে পারছে না নির্দিষ্ট কোনও বিন্দুতে।"[৯] রক্তের সম্পর্কেও আড়ষ্টতা ঢুকে পড়েছে। অতীত স্মৃতি থেকে মুক্তি নেই তার। কোনোদিকে এগোবার বদলে ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছে নিজেরই ভিতরে। নিজের তৈরি রক্তের মধ্যে একা হতে থাকে সে। আত্মীয়ের বিরহ মনকে বোঝাতে লেখক বৃষ্টি, নৈঃশব্দ্য, মেঘ, অন্ধকার ইত্যাদির প্রতীক বা প্রসঙ্গও এনেছেন। আসলে 'অনুভব' একটি নারীর অন্তর্বেদনার উপাখ্যান।

দুই পূর্ণবয়স্ক নারীপুরুষের জটিল মানোদৈহিক সম্পর্ককে 'মাত্র কয়েকদিন' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখক। স্বামী মারা যাবার পর অদিতি একা হয়ে যায়। ছেলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ে করে আলাদা হয়ে যায়। সেই একাকিত্ব আরো বেড়ে যায়। বিষাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে অদিতি। একাকিত্ব কাটাতে বিশাশ্লিশ বছর বয়সে স্বামী বন্ধু প্রিয়ব্রতর স্মরণাপন্ন হয়। আকর্ষণ বাড়তে থাকে। একসময় দেহমনের আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে। কামের তাড়নায় (লিবিডো) ছুটে যায় প্রিয়ব্রতর ফ্ল্যাটে। শরীরের সমস্ত কিছু উজাড় করে দেয়। প্রিয়ব্রতও ফিরিয়ে দেয়নি।

"বাহান্ন বছর বয়সেও তার শরীর, স্বাস্থ্য, নিজেকে উজ্জীবিত করার ক্ষমতা এতটুকু টাল খায়নি। নিজের সমগ্র পৌরুষ নিয়ে সেদিন রাত্রে সে যখন অদিতির শরীরে প্রবেশ করে এবং আবেগ থেকে সম্পূর্ণ শরীরী হয়ে উঠে তার কাঁধে দাঁতের দাগ বসাতে বসাতে অস্ফুট অভিমানে কিছু বলতে থাকে অদিতি, তখনও, সেই কথাগুলো না শুনে নিজেকে পরিতৃপ্ত করার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে। যেন অদিতি নয়, তার সামনে সম্ভোগের জন্য পড়ে আছে মাংসময় এক টগবগে নারী শরীর, যে কোনও নাম হতে পারে তার— বস্তুত কিছুই এসে যায় না নাম বা পরিচয়ে।"[১০]

অল্প বয়সে বিধবা অদিতি আর বিবাহ না করা প্রিয়ব্রতর মধ্যে কামনা-বাসনার অবদমিত ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ হয়। কিন্তু পরের দিন সকালে অদিতির মনের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আসে। অদিতি সবকিছু উজাড় করে দিতে চেয়েছিল, দিয়েওছে। কিন্তু এইটুকু হওয়ার জন্য সে আসেনি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া অদিতি চেয়েছিল একটা আশ্রয়, একটা অবলম্বন। যা প্রিয়ব্রত দিতে পারেনি। তাই রাতের অন্ধকারে যে সুখ অনুভব করে ভোরের আলোয় তা ভেঙে যায়।

শুধুমাত্র পারস্পরিক আকর্ষণেই দুই পূর্ণ বয়স্ক নরনারীর অবৈধ সম্পর্কের গোপন রহস্য উন্মোচন করেছেন লেখক 'হঠাৎ একদিন' উপন্যাসে। বহুগামিতা এবং বিবাহোত্তর অবৈধ সম্পর্কের পর নারীপুরুষের জটিল মানসিকতার সৃষ্টি হয়। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের অতি সুন্দর পটভূমিতে আকস্মিক দেখা হয় শ্রীজিৎ ও অনুজার। সেই পরিচয় তাদের এমনি এক শারীরিক আকর্ষণের বন্ধনে জড়িয়ে ফেলে কলকাতায় এসেও চলতে থাকে তাদের উদ্দাম লুকোচুরি খেলা। তাদের আকর্ষণে কোনো আবেগ বা ভালোবাসা নেই, সবটাই শরীরের আকর্ষণ। এই আদিম প্রবৃত্তি বা লিবিডোর তাড়নায় দুজনের মধ্যে দেখা দিয়েছে

এক ধরনের পাপবোধ। অনুজা তার স্বামী, সন্তানদের চায়নি। তাদের ছেড়ে আসতেও পারেনি। এতো কিছু হবার পরও আনন্দই তাকে বেশি ভালোবাসে। তাই উপন্যাসের শেষে অনুজা নিজের অনুতাপ, অনুশোচনায় আনন্দর বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে,...

"সমস্তই শুধু একজনের সঙ্গে শরীর খেলার জন্যে— যে-খেলার অতীত ছিল না কোনোও, যে-খেলার ভবিষ্যৎও নেই। শুধু নিজের জন্যে নয়, আনন্দকে প্রতারণা করার জন্যে তখন কীভাবে সারা শরীর ভেঙে কান্না জমা হয়েছিল চোখে। আর, তখনই মনে হয়েছিল, এই বৃষ্টি, এই অভিজ্ঞতা হয়তো কোনও সংকেত পাঠাচ্ছে তার কাছে— ইঙ্গিত দিচ্ছে নিষেধের, যা হয়েছে হয়ে গেছে, এবার ফেরো। অর্থহীনতার পিছনে এইভাবে ছুটে কোন সর্বনাশ ডেকে আনছ তুমি!"[২২]

ফোটোগ্রাফার শ্রীজিৎ ও তার স্ত্রী বিপাশাকে ঠকাতে পারেনি। অসুস্থ বিপাশার যৌন ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। ফলে তেইশ-চব্বিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে সুখ পায়নি শ্রীজিৎ। সিনেমা সাংবাদিক আনন্দকমলের স্ত্রী অনুজার প্রতি তার আকর্ষণ ভালোবাসার নয়, শরীরী হয়ে উঠে। সেই শারীরিক আকর্ষণে তৃপ্তি অনুভব করলেও অসুস্থ স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়। এর ফলে তার অবচেতন মনে এক ধরনের হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। শ্রীজিতের মধ্যে একটা লাগামছাড়া জীবন ছিল বটে। কিন্তু সেই লাগামছাড়া জীবনে অনুজা আর সঙ্গ দিতে পারেনি। আনন্দকে প্রতারণা করার জন্য তার সারা শরীর ভেঙে কান্না জমা হয়েছিল চোখে। অপরদিকে শ্রীজিতের মানসিকতার তীব্র পরিবর্তন ঘটিয়েছেন লেখক। শ্রীজিতের বন্ধু শুভঙ্কর সেরিব্রাল অ্যাটাকে হাসপাতালে ভর্তি হলে বাস্তবের মাটিতে নেমে আসে শ্রীজিৎ। অসুস্থতার পরিবেশে বিপাশার কথা চিন্তা করতে করতে শ্রীজিতের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে।

ইয়ুং মনে করেন, ব্যক্তির অতীত জীবনে বা শৈশবে নয় বর্তমানেই নিউরোসিসের কারণ নিহিত। আর শুধু বাসনার অতৃপ্তিই রোগের কারণ নয়। জীবন সংগ্রামে পরাজয়ই তার কারণ। ব্যক্তি সর্বদাই বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার চেষ্টা করছে। বাস্তবের বিভিন্ন সমস্যা তাকে সমাধান করতে হচ্ছে। কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধান যদি তার সামর্থ্যে না কুলোয় তখন তার লিবিডো বাস্তব থেকে সরে ব্যক্তির শৈশবাবস্থায় প্রত্যাবৃত্তি করে। ফলে ব্যক্তি বাস্তবের সম্মুখে এলোমেলো নানা আচরণ করতে থাকে। এমন অবস্থায় নিউরোসিস দেখা দেয়। ইয়ুং বলেছেন—

"Therefore I no longer final the cause of a neurosis in the past, but in the present. I ask, what is the necessary task which the patient will not accomplish ?"[২৩]

বাস্তবের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীনই দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে নিউরোসিস বা উদ্বায়ু রোগে ভুগিয়েছে। রামতনু, দাশরথি, অনীশ, রজত, আদিত্য, এষা, তপতী, শিশির, প্রিয়ব্রত, আত্রেয়ী প্রমুখ চরিত্রের সমস্যা বর্তমানের জীবনসংগ্রামের সমস্যা। অতীতের কোনো সমস্যা নয়। কামনা-বাসনার অতৃপ্তিও তাদের মধ্যে বড়ো নয়। আবার ইয়ুং এও বলেন, বাস্তব সমস্যাই নিউরোসিসের একমাত্র কারণ নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণেও এ রোগ হতে পারে। কোনো কোনো যৌন ইচ্ছার বিশৃঙ্খলার দরুণও হতে পারে। চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যেও যে নিউরোসিস দেখা দেয়, তাদের কারণ হিসাবে তিনি বলেন, বাস্তব সমস্যা, অতৃপ্ত যৌন ইচ্ছা বা অস্বাভাবিক ক্ষমতাস্পৃহা বর্তমান থাকে। চল্লিশের পর তা আর থাকে না। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তিরও যৌন আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। 'হঠাৎ একদিন' উপন্যাসের শ্রীজিতের বয়স একান্ন-বাহান্ন। এই বয়সেও সে বিবাহিত নারী অনুজার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। 'মাত্র কয়েকদিন' উপন্যাসে বাহান্ন বছর বয়সী প্রিয়ব্রতও কামের তাড়নায় স্থির থাকতে পারেনি। বারবার বন্ধুর স্ত্রী অদিতির কথা মনে পড়েছে। একবার দেহ মিলন হবার পরও চলতে থাকে তাদের গোপন মেলামেশা। আসলে আমাদের মধ্যে যে অনুভূতি রয়েছে তা অতিক্রম করে পূর্ণতালাভের প্রয়োজন হয়ে ওঠে। ইয়ুং এর মতে—

"The symtoms of neurosis are not simply the effects of long past cases, whether infantile sexuality or the infantile urge to power, they are also attempts at a new synthesis of life— unsuccessful attempts let it be added— yet attempts nevertheless, with a core of value and meaning."[৩]

দিব্যেন্দু পালিত কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব মাথায় রেখে সৃজনশীলতার পথে অগ্রসর হননি। হয়তো কিছু তাত্ত্বিক ভাবনা তাঁর মগ্ন চেতনায় ছিল, যা লেখনীর মাধ্যমে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছায়। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে গ্রাম্যজীবনবিচ্ছিন্ন নাগরিক মধ্যবিত্ত তার একাকিত্ব ও নৈঃসঙ্গ্যের মধ্যে এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংকট লালন করেছে। জগৎ ও জীবনের বিচিত্রমুখী জটিলতা, নৈরাশ্য, মোহভঙ্গ, বিভ্রান্ত প্রভৃতি সার্থক রূপ পায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রগুলির অবদমিত হৃদয়ের বহুমুখি বিকার ও বিক্ষোভ প্রথম থেকেই ধরা পড়েছে। তিনি মূলত নারী-পুরুষের মনোদৈহিক জটিলতার স্বরূপ স্পর্শ করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. পালিত, দিব্যেন্দু— সিন্ধু বারোয়াঁ, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৯৭
২. তদেব— পৃ. ৬৮

৫. তদেব— পৃ. ৬৯
৬. পালিত, দিব্যেন্দু— সেদিন চৈত্রমাস, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৩৩
৭. তদেব— পৃ. ৯৭
৮. নন্দী, হীরেন্দ্রনাথ— মনের বিকার ও প্রতিকার, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ২৯
৯. পালিত, দিব্যেন্দু— প্রণয়চিহ্ন, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৯০
১০. পালিত, দিব্যেন্দু— সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৩০
১১. Jung. C. G— Modern Man in Search of A Soul, Translated by W. S. Dell and Cary F. baynes, printed by great britian by Lund Humphrise, London, Bradford, Re-printed-1961, p. 217.
১২. পালিত, দিব্যেন্দু— সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ২৫
১৩. পালিত, দিব্যেন্দু— সম্পর্ক, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৭০
১৪. পালিত, দিব্যেন্দু— আমরা, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৮২
১৫. পালিত, দিব্যেন্দু— একা, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৪৩০
১৬. তদেব— পৃ. ৪৫১
১৭. তদেব— পৃ. ৪১২
১৮. পালিত, দিব্যেন্দু— উড়োচিঠি, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৫১৫
১৯. Benvenato, Bice and Kennedy, Roger— The Works of Jacques Lacan, an introduction, FAB, 1986, p. 74
২০. পালিত, দিব্যেন্দু— অনুভব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ১০
২১. তদেব— পৃ. ১৫
২২. তদেব— পৃ. ৩৭
২৩. পালিত, দিব্যেন্দু— মাত্র কয়েকদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৩৮

২২. পালিত, দিব্যেন্দু— হঠাৎ একদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০১০, পৃ. ৮২
২৩. Jung. C. G— Collected Papers of Analytical Psychology, edited by Dr. Constance E. Long, Moffat Yard and Company, New York, Second Edition-1917, p. 232.
২৪. Jung C. G— Two Essays on Analytical Psychology, translated from the German by R. F. C. Hull, New York, Second Edition, 1966, p. 45.

রবীন্দ্র কুমার বর্মন : গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

কবিতিকা
বইয়ের কারিগর
ওয়েবসাইট www.kabitika.com ই-মেল kabitika10@gmail.com
মোবাইল 9832130048